মে ২০১৫, বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

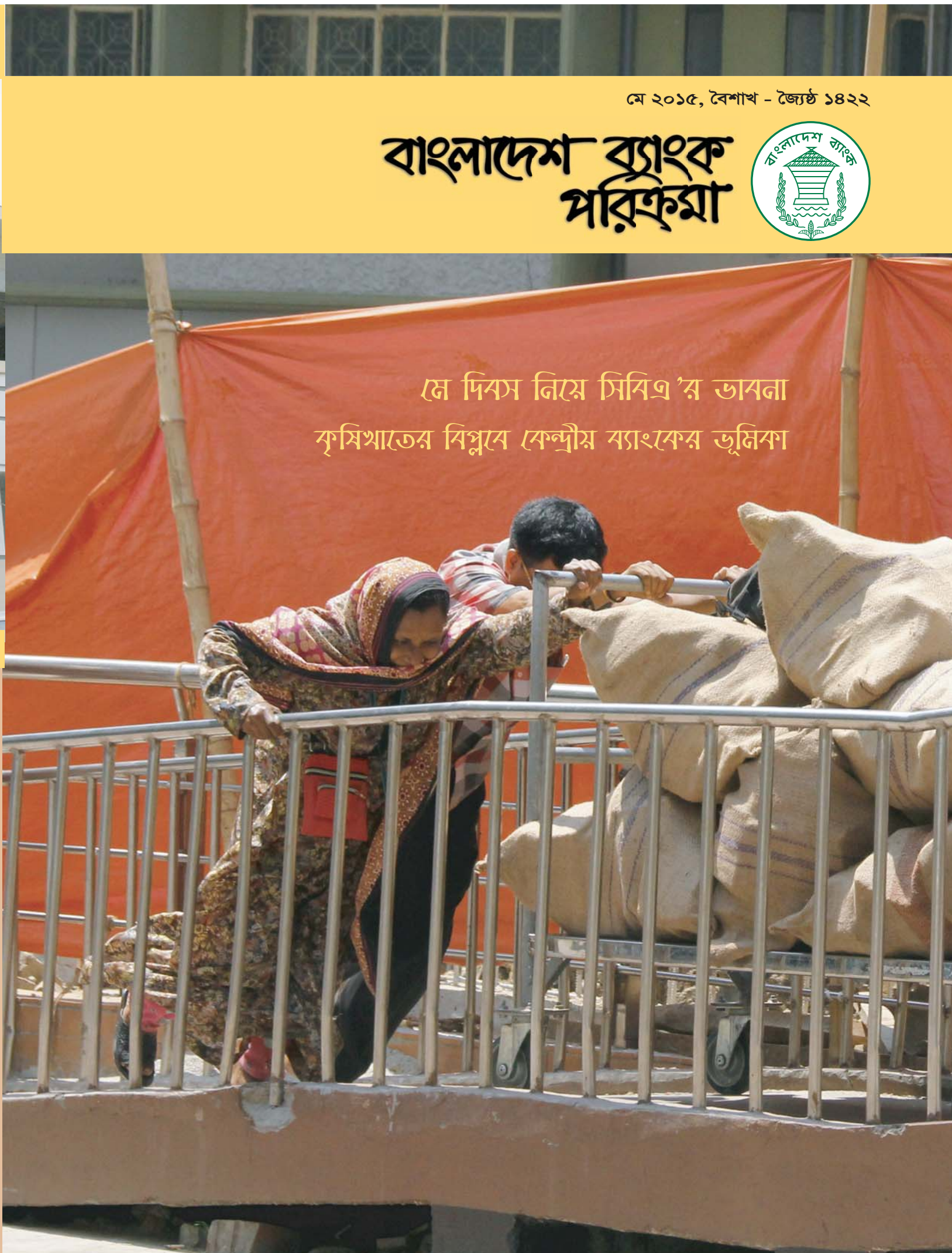

মে দিবস নিয়ে সিবিএ'র ভাবনা

কৃষিখাতের বিপ্লবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা

প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্বের অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমকক্ষ।

জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী
প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর

স্মৃতিময় দিনের এবারের অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী। ১৯৭৬ সালের ১৪ অক্টোবর তিনি সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছরের বর্ণাঢ্য ও সফল চাকরিজীবন শেষে ২০১১ সালের ডিসেম্বরে তিনি ডেপুটি গভর্নর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  ইন্দ্রাণী হক
  মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ
  নুসরাতুন নাহার নিরা
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব- 'জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী'। সুদীর্ঘ ৩৫ বছর কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও বহুমুখী প্রতিভা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী বিভিন্ন পদে থাকাকালীন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রায় সকল বিভাগেই দায়িত্ব পালন করেছেন। ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে মনিটারি পলিসি, ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তাঁর কর্মকালে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিধিমালায় যুগান্তকারী ও যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি দক্ষতার সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংস্থা Moody's এবং Standard & Poor কর্তৃক বাংলাদেশকে মূল্যায়নের জন্য গৃহীত 'Sovereign Rating' কার্যক্রমের সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে সম্পাদন করেন।
জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, ২০১০-২০১৪ প্রণয়নের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। FIDP এর একক কর্মকর্তা হিসেবে দেশের প্রথম সিকিউরিটাইজেশনে ভূমিকা রাখেন। সরকার গঠিত বিভিন্ন কমিটির প্রধান ছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল রোড শোতে বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। এসপিসিবিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিসিবিএল এর চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

'আমার স্ত্রী বিলু সিদ্দিকী বেশ বড়মাপের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী'- জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী

কেমন কাটছে বর্তমান দিনগুলো ?

ভালো আছি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে উপভোগ করার মতো অগণিত উপাদান। সেগুলো নিয়ে শুধু ভালো নয়, খুব ভালো আছি। প্রায় আট মাস পর অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরলাম। দেশে ফেরার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্তকেই উপভোগ করছি।

আপনার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

আমার সহধর্মিনী বিলু সিদ্দিকী। তাঁর সাথে পরিচয় আমারই এক বন্ধু, সহপাঠী ও সহকর্মীর মাধ্যমে। সেই সহকর্মীর শ্বশুরবাড়ি গিয়েই সর্বপ্রথম তাঁর সাথে দেখা। তিনি তখন কলেজ থেকে ফিরেছেন। প্রচণ্ড রোদে তাঁর ফর্সা গাল দু'টো লাল হয়ে আছে। প্রথম দেখাতেই তাঁকে পছন্দ করে ফেলি। তারপর ভালোলাগা ও বিভিন্ন অধ্যায় পার হয়ে শুভ পরিণয়।
আমার স্ত্রী বিলু সিদ্দিকী বেশ বড়মাপের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। গান তাঁর ভেতরে ছিল, গানের প্রতি তাঁর দরদ ছিল। ক্রমাগত সাধনা করার পরই তাঁর আজকের এই অবস্থান। তবে এর পেছনে আমার তেমন কোনো অবদান নেই। অবদান শুধু একটাই যে আমি কখনো তাঁকে বাধা দেইনি। এই মুহূর্তে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের রিহার্সালে ব্যস্ত রয়েছেন।
আমি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। তারা বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে।

আপনি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথম ব্যাচে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। সে সময়কার অভিজ্ঞতা বলুন।

সে বছর আমরা ৭৬ জন কর্মকর্তা একসাথে যোগদান করি। প্রায় সমবয়সী একঝাঁক তরুণ। অনেকেই আবার একই বিশ্ববিদ্যালয়ের, একই ব্যাচের। প্রচুর আড্ডা হতো, সবাই মিলে একসাথে খুব ভালো সময় কাটিয়েছি।

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সম্মেলনে ড. আতিউর রহমান বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর তত্ত্বাবধানে ২৭-২৯ মার্চ ২০১৫ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্মেলন, ২০১৫ কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও বিএফআইইউ উপপ্রধান ম. মাহফুজুর রহমান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। বিএফআইইউয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাসিরুজ্জামান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে বাংলাদেশে কার্যরত ৫৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা, কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন ব্যাংক শাখার ব্যবস্থাপক, সকল আঞ্চলিক প্রধান এবং বিএফআইইউয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রতিক সময়ে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিএফআইইউ ও সামগ্রিকভাবে এদেশের বিভিন্ন অর্জনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিএফআইইউ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের বিভিন্ন দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে আরও বেশি সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

বিশেষ অতিথি নির্বাহী পরিচালক ও বিএফআইইউয়ের উপপ্রধান ম. মাহফুজুর রহমান তাঁর বক্তব্যে আসন্ন 'মিউচুয়াল ইভালুয়েশন' সামনে রেখে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ প্রদান করেন।

সম্মেলনে ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম ফরিদ উদ্দিন, এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া, পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. এ. হালিম চৌধুরী এবং এনআরবি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোখলেসুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মোঃ নাসিরুজ্জামান ব্যাংকিং চ্যানেল পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ করলে একটি সুসংহত আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ব্যাংকার-উদ্যোক্তা মতবিনিময় ও প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উদ্যোগে কক্সবাজারের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ২৭ মার্চ ২০১৫ কক্সবাজারে ব্যাংকার-নারী উদ্যোক্তা মতবিনিময় সভা ও প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান ৩৫ জন নারী উদ্যোক্তার মাঝে তিন কোটি দুই লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান নারী উদ্যোক্তাদের ঋণের চেক হস্তান্তর করছেন

নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজারের সংসদ সদস্য বেগম খোরশেদ আরা হক, কক্সবাজার জেলা পরিষদের প্রশাসক মুশতাক আহমেদ চৌধুরী, অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (এবিবি) এর সহসভাপতি ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনিস এ খান। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান এবং চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায়, বিআইবিএমের এসএমই বিষয়ক ফ্যাকাল্টি কনসালটেন্ট সুকোমল সিংহ চৌধুরী, বিভিন্ন ব্যাংকের নির্বাহী প্রধান, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও সহস্রাধিক এসএমই নারী উদ্যোক্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এবছর ব্যাংকগুলো প্রায় এক লাখ চার হাজার কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে প্রতিবছর প্রায় দশ হাজার করে নতুন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে বলে অনুষ্ঠানে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে একশ কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল চালু করেছে বলেও সভায় জানানো হয়।

আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠিত

গভর্নর ড. আতিউর রহমানের নিকট থেকে ২০১৪ সালে গোল্ডেন জিপিএ-৫.০০ পেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আনিকা নীলোৎপল (হৃদি) অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করছে

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ কর্তৃক আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি ও অভিনন্দনপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান ৭ এপ্রিল ২০১৫ প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বৃত্তি প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী, নাজনীন সুলতানা ও সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ মফিজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতির কার্যক্রম, ব্যাপ্তি ও সম্প্রসারণ নিয়ে বক্তব্য দেন সমিতির সম্পাদক উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ রজব আলী। এরপর বিশেষ অতিথিরা আলাউদ্দিন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর বক্তৃতায় ঋণদান সমিতির এ কার্যক্রমকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন এবং এ বৃত্তি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় আরও উৎসাহী করে তুলবে বলে মন্তব্য করেন। বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে আরও বেশি শিক্ষার্থীকে যুক্ত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণেও সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন গভর্নর।

উল্লেখ্য, সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বিবেচনায় রেখে ২০০৮ সাল থেকে সমিতির প্রতিষ্ঠাতার স্মরণে 'আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি' প্রদানের রীতি চালু হয়।

তারই ভিত্তিতে এবার ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ ৫৮৯ জন শিক্ষার্থীকে ২২ লাখ ১৮ হাজার টাকার বৃত্তি এবং অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক তথ্য ভাণ্ডার ইন্টারনেটে

সম্প্রতি ইনফরমেশন সিস্টেম্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (আইএসডিডি) বাংলাদেশ ব্যাংক তথ্য ভাণ্ডারের (ডাটা ওয়্যারহাউজ) একটি পরীক্ষামূলক সংস্করণ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইনফরমেশন সিস্টেম্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগের যৌথ উদ্যোগে সম্পূর্ণ নিজস্ব আইসিটি জনসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে এর উন্নয়ন করা হয়েছে। জনসাধারণ, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ, বাজার বিশেষজ্ঞ, গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য সহজে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমন উদ্যোগ।

এতে প্রাথমিকভাবে চারটি বিভাগে যেমন- সাধারণ পরিসংখ্যান, তফসিলি ব্যাংক পরিসংখ্যান, বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বহিঃঋণ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংযুক্ত করা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন টাইম-সিরিজ ডাটা সারণী রয়েছে যা অনলাইনে পর্যবেক্ষণ করা ও পরবর্তী পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ডাউনলোড করার সুব্যবস্থা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে এতে আরও তথ্য-উপাত্ত সংযোজনের পরিকল্পনা আছে ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বাতায়নের (www.bb.org.bd) -> E-Services -> EconDW (Beta) ঠিকানায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে।

সমঝোতা স্মারক হস্তান্তর

বেলজিয়ামের সেভিং ব্যাংক ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েশন, ডব্লিউএস আইবি'র সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এর পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান সমঝোতা স্মারকের কপি হস্তান্তর করছেন

স্বাক্ষরিত স্মারকের কপি বিবিটিএ'র ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ গোলাম মোস্তফার হাতে তুলে দেন ড. আতিউর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিআইবিএমের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী এবং বাংলাদেশ ইনস্পায়ারড্ কমপোনেন্ট- ৩ এর দলনেতা আলী সাবেত।

‘বাংলাদেশ, এ স্ট্যাবল অ্যান্ড ভাইব্র্যান্ট ইকোনমি’ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

মোড়ক উন্মোচন করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরতে ‘বাংলাদেশ; এ স্ট্যাবল অ্যান্ড ভাইব্র্যান্ট ইকোনমি; অ্যান্ড ইলাস্ট্রেটিভ টাইম সিরিজ অ্যাপ্রোচ’ শীর্ষক একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ১২ এপ্রিল ২০১৫ প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ও বইটির প্রধান লেখক ড. বিরূপাক্ষ পাল, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী ও ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। এছাড়াও নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ও বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক, উপমহাব্যবস্থাপক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি মোড়ক উন্মোচন করে বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বুঝতে বইটি সাংবাদিক, গবেষক ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য বেশ সহায়ক হবে।

ব্যাংকের মূলধন সম্পর্কিত রিপোর্টিং নিয়ে আলোচনা সভা

ব্যাংকের প্রয়োজনীয় মূলধন সঠিক উপায়ে সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস) এর উদ্যোগে ১৩ এপ্রিল ২০১৫ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ‘Reporting of Capital to Risk Weighted Asset Ratio and Leverage Ratio for Implementation of Basel III in Bangladesh’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী। ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের মহাব্যবস্থাপক রবিউল হাসানের সঞ্চালনায় সূচনা বক্তব্য দেন প্রধান অতিথি এস. কে. সুর চৌধুরী। তিনি বলেন, দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেকটি ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর তাই মূলধনকে ব্যাংকের প্রাণ উল্লেখ করে ক্যাপিটাল সম্পর্কিত রিপোর্টিং সঠিক উপায়ে তুলে ধরার নির্দেশনা দেন তিনি। এছাড়াও তিনি গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠায় সামনের দিনগুলোতে ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক সব রিপোর্ট অনলাইনে জমাদানের নির্দেশ দেন। সভায় ‘Capital Assessment and Leverage Ratio Reporting of Banks Under Basel-I, II, III Link Up’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুগ্মপরিচালক শবরী ইসলাম। তিন দিনব্যাপী এ আলোচনায় বিভিন্ন ব্যাংক থেকে অংশ নেয়া প্রতিনিধিদের সাথে মূলধন সম্পর্কিত রিপোর্টিং নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অফ-সাইট সুপারভিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

কক্সবাজারের তিনজন তঞ্চঙ্গা আদিবাসী ছাত্রীকে স্কুলে যাওয়ার জন্য তিনটি বাইসাইকেল উপহার দেয়া হয়। ২৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে এই সাইকেল প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার অন্যান্য অতিথি। এই অনুষ্ঠানে সহায়তা প্রদান করে এবি ব্যাংক এবং দৃষ্টি।

বাংলাদেশ ব্যাংকে এল.আর.সরকার লাউঞ্জের উদ্বোধন

গভর্নর ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এল.আর.সরকার লাউঞ্জের উদ্বোধন করছেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর লুৎফর রহমান সরকারের সম্মানে এবং তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে ২ মার্চ ২০১৫ একটি লাউঞ্জের উদ্বোধন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের তৃতীয় তলায় 'এল.আর. সরকার লাউঞ্জ' নামে অতিথি কক্ষটির উদ্বোধন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ও নাজনীন সুলতানা। এছাড়াও নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ও ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনের আগে গভর্নর তাঁর বক্তৃতায় বলেন- এল.আর.সরকার ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সোচ্চার ছিলেন। এছাড়া কৃষির উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরিতে সাবেক এ গভর্নর অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন বলে জানান বর্তমান গভর্নর।

উল্লেখ্য, এল.আর.সরকার ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬ষ্ঠ গভর্নর। তিনি ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ বগুড়া সদর থানার ফুলকোর্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২৪ জুন ২০১৩ রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস- ২০১৫ উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আজকের বাংলাদেশ' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ৩১ মার্চ ২০১৫ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এতে আলোচক হিসেবে অংশ নেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ও নাজনীন সুলতানা, দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ও ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শফিউল আলম ভূইয়া ও শহীদ বুদ্ধিজীবীর কন্যা ডা. নুজহাত চৌধুরী।

আলোচনা সভায় গভর্নর ড. আতিউর রহমান বক্তব্য রাখছেন

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। এরপর বাজানো হয় জাতীয় সঙ্গীত। মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে মহান স্বাধীনতা দিবস-২০১৫ উপলক্ষে 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক একটি স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এইচ. এম. দেলোয়ার হোসেনের সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে মূল আলোচনা শুরু হয়। আলোচকবৃন্দ তাঁদের বক্তৃতায় সামাজিক-রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানামুখী কর্মসূচি নিয়ে পরামর্শমূলক বক্তব্য দেন। এসময় গভর্নর দেশের আর্থিক খাতকে আরও আধুনিক এবং মানবিক করে তুলে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন পূরণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশু শিল্পীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মোঃ নেছার আহাম্মদ ভূঁঞার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা সভা শেষ হয়।

সিলেট অফিস

বার্ষিক সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, সিলেটের উদ্যোগে 'বার্ষিক সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা- ২০১৫' ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে ৩ মার্চ ২০১৫ অনুষ্ঠিত

পুরস্কার প্রদান করছেন মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন

হয়। ক্লাবের সর্বস্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী ও তাঁদের পোষ্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ও সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, সিলেট ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। এ উপলক্ষে ব্যাংক চত্বর থেকে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাঁদের পোষ্যসহ ব্যাংকের অন্যান্য সংগঠন প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয়। ব্যাংক ক্লাবের পক্ষ থেকে সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও ক্লাবের উদ্যোগে শহীদ দিবস উপলক্ষে 'সূর্য অক্ষর' নামে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে দেয়াল পত্রিকার উন্মোচন করেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। এসময় তিনি ভাষা শহীদদের প্রতি উৎসর্গকৃত এ দেয়াল পত্রিকা দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি সাহিত্য ও মননশীলতা চর্চায় উৎসাহিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

প্রভাত ফেরীতে যাওয়ার প্রাক্কালে ব্যাংক চত্বরে কর্মকর্তাবৃন্দ

রাজশাহী অফিস

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা নিয়ে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে '২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও এর বাস্তবায়ন' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা ৩০ মার্চ ২০১৫ অফিসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ও মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া।

সভার প্রথম পর্বে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক এবং দ্বিতীয় পর্বে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্ব উল্লেখ করে এ খাতের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ অতিথি ব্যাংকসমূহকে কৃষি ও পল্লি ঋণ খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে শতভাগ ঋণ বিতরণের আহবান জানান। মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক শেখ আব্দুল্লাহ।

নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা সভায় বক্তব্য রাখছেন

বরিশাল অফিস

সঞ্চয় প্রকল্প নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালের আওতাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর, জেলা সঞ্চয় অফিস ও ব্যুরো কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের ওপর এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বরিশাল অফিসের প্রশিক্ষণকক্ষে ৯ এপ্রিল ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও নীতি) আয়েজউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক বিষ্ণুপদ সাহা, বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের পরিচালক (বাজেট ও ক্যাশ) মোঃ আবু তালেব ও উপপরিচালক (প্রশাসন) তাইফ উদ্দিন আহমেদ ভূঞা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সঞ্চয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা'র উপপরিচালক মোঃ আব্দুল লতিফ।

বগুড়া অফিস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ব্যাংক স্টাফ কোয়ার্টার চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অফিসের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রধান অতিথি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর প্রতিযোগীদের শপথ

বক্তব্য রাখছেন মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী

গ্রহণের মাধ্যমে খেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বগুড়া অফিসের সকল স্তরের পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ১৫টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি মোঃ ছাইদার রহমান এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সভা

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের ৭৭তম দ্বিমাসিক সভা ২৪ মার্চ ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ সাইফুল আলম, যুগ্ম পরিচালক চঞ্চলমোহন রায়, উপপরিচালক জয়নাল আবেদীন- ২, জয়ন্ত কুমার দেব ও ক্যাশ অফিসার শামিমা আকতার আফরোজা। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কর কমিশনার, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার সহকারী পরিচালক, বগুড়া অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দসহ স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সদস্যবৃন্দ।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বিএফআইইউয়ের গুরুত্ব এবং মানি লন্ডারিং আইন- ২০১২ এর আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের কার্যাবলী এবং নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের সভায় উপস্থাপন এবং তা গুরুত্বসহ আলোচনায় নেয়ার জন্য তিনি টাস্কফোর্সকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য বর্তমানে বেসরকারি পাঁচটি ব্যাংক টাস্কফোর্সের প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছে। এ সভায় চারটি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সদস্য পরিবর্তন করে নতুন চারটি সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এসএমই ঋণ কার্যক্রম নিয়ে সভা

বগুড়া অফিসের সম্মেলন কক্ষে এসএমই খাতে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে এসএমই ঋণ বিতরণ, আদায় এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এক ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগীর সভাপতিত্বে এ সভায় পাঁচটি জেলার (বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অঞ্চল প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ যোগ দেন।

মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী তাঁর বক্তৃতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের অন্তর্ভুক্ত সেবা, ব্যবসা, শিল্প ও নারী উদ্যোক্তাভিত্তিক প্রতিটি উপখাতে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।

এ সভায় বিভিন্ন ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ত্রৈমাসিক এসএমই ঋণ বিতরণের সারসংক্ষেপ, বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও অন্যান্য বিষয়ে জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয়, বগুড়া অঞ্চলের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মোট লক্ষ্যমাত্রা ৪,৭৭০.৮০ কোটি টাকার বিপরীতে ৫,৫০৫.৩২ কোটি টাকা এসএমই ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে মোট ২৪৫.২৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বগুড়া অফিসে ৩০-৩১ মার্চ ২০১৫ ব্যাংক ক্লাবের উদ্যোগে ধর্মীয়, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী। অনুষ্ঠানে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টে ক্বেরাত, নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, পল্লিগীতি প্রতিযোগিতা এবং সাহিত্য ইভেন্টে ক্যুইজ, উপস্থিত বক্তৃতা, স্বরচিত কবিতা পাঠ ও নির্ধারিত কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখছেন মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী

খুলনা অফিস

আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি বিতরণ

ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ এর উদ্যোগে খুলনা অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের মাঝে ১৩

প্রধান অতিথি একজন শিক্ষার্থীর হাতে বৃত্তি তুলে দিচ্ছেন

এপ্রিল ২০১৫ আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি- ২০১৫ বিতরণ করা হয়। খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তির প্রাইজবন্ড তুলে দেন।

২০১৪ সালে পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ অর্জনকারী এবং একই বছরে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নির্ধারিত ফলাফল অর্জনকারী মোট ৪৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এই বৃত্তি বিতরণ করা হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কো-অপারেটিভের বর্তমান সম্পাদক ও উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ রজব আলী, প্রাক্তন সম্পাদক ও উপমহাব্যবস্থাপক গাজী সাইফুর রহমান, খুলনা সাব কমিটির সভাপতি ও যুগ্মব্যবস্থাপক (ক্যাশ) আ ন ম মনিরুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন খুলনা সাব কমিটির সম্পাদক ও যুগ্মপরিচালক মোঃ মনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন খুলনা অফিসের ব্যাংকিং বিভাগের উপ-পরিচালক শেখ শাহরিয়ার রহমান।

ব্যাংক ক্লাবের সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, খুলনার আয়োজনে 'বার্ষিক কোরআন তেলাওয়াত, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা' ৩০-৩১ মার্চ ২০১৫ অফিসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। এছাড়া অফিসের বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি উপপরিচালক মোঃ মনজুর রহমান। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন ক্যাশ বিভাগের অফিসার আসমা আক্তার।

এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১০ এপ্রিল ২০১৫ খুলনা জিলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।

ব্যাংক ক্লাবের আয়োজনে সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অতিথিবৃন্দ

সিআইবি বিজনেস রুলস্ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

নির্ভুল ও যথাযথভাবে ঋণগ্রহীতার তথ্য রিপোর্টিং এবং এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পরিলক্ষিত সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে ধারণা দিতে ৮ ও ৯ এপ্রিল ২০১৫ খুলনা অফিসে CIB Business Rules & Online System শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে এবং খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং-২) এর ব্যবস্থাপনায় দুইদিনের এ কর্মশালায় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রায় ৮০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্থানীয় আঞ্চলিক প্রধানগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ গোলাম মোস্তফা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। বিবিটিএ'র উপমহাব্যবস্থাপক এস এম আব্দুল হাকিম কর্মশালার কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মশালা পরিচালনা করেন প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোতে (সিআইবি) কর্মরত যুগ্মপরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং উপপরিচালক সুপর্ণা রানী মোহন্ত।

অতিথিবৃন্দের সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

খুলনা অফিস

কৃষি ও পল্লি ঋণ শীর্ষক আলোচনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং খুলনা অফিসের কৃষি ঋণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায়

সভায় মহাব্যবস্থাপক প্রভাস চন্দ্র মল্লিক ও অন্যান্য অতিথি

'২০১৪-১৫ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও বাস্তবায়ন' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ১২ এপ্রিল ২০১৫ খুলনা অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক প্রভাস চন্দ্র মল্লিক। তিনি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের বিশেষত আইলা দুর্গতদের জন্য কৃষি ঋণ সুবিধা প্রদানে ব্যাংকগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। একই বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হাকিম ও খুলনা অফিসের কৃষি ঋণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক আমজাদ হোসেন খানসহ সোনালী, অগ্রণী, জনতা ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। তিনি কৃষি ঋণ বিতরণ ও রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি পরিপালনের জন্য অংশগ্রহণকারী ব্যাংকারদের আহ্বান জানান।

সভায় দুটি সেশনে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্থানীয় ও আঞ্চলিক প্রধানগণ এবং কৃষি ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহের ১৬০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার স্টাফ কোয়ার্টার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২১ মার্চ ২০১৫ বানিয়াখামার কর্মচারী নিবাস মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মিজানুর রহমান মিজান। প্রতিযোগিতা শেষে তিনি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষার্থী ছাড়াও কর্মচারী নিবাসে বসবাসকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। পাঁচটি বিভাগে ২১টি ইভেন্টে মোট ৮০ জন প্রতিযোগী এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া একই দিনে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

রংপুর অফিস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, রংপুরের 'বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৫' রংপুর স্টেডিয়ামে ১৩ মার্চ ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে অফিসের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দিনব্যাপী এ আয়োজনে রংপুর অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ১৯টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। এছাড়া একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচেরও আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি অফিসের কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন খেলার অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে সুস্থ ও প্রাণচঞ্চল থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। ক্লাব সভাপতি মোঃ লুৎফর রহমান সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করছেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলম

ময়মনসিংহ অফিস

মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ময়মনসিংহের উদ্যোগে ২৬ মার্চ ২০১৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ক্লাবের অন্যান্য

স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হচ্ছে

সদস্যসহ সভাপতি মোঃ আমিনুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সবার অংশগ্রহণে ঐ দিন ভোরে ময়মনসিংহের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান শহীদদের প্রতি সম্মান জানানো হয়।

চট্টগ্রাম অফিস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, চট্টগ্রামের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০১৫ দামপাড়াস্থ পুলিশ লাইন মাঠে ১৪ মার্চ ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম।

মশাল প্রজ্জ্বলন ও মনোজ্ঞ ডিসপ্লের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। নিয়মিত ইভেন্ট ছাড়াও বিশেষ ইভেন্ট হিসেবে পঞ্চাশোর্ধ পুরুষদের

নির্বাহী পরিচালক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন

জন্য ১০০ মিটার দৌড়, পুরুষ যুগ্মপরিচালক ও তদূর্দ্ধদের জন্য ১০০ মিটার হাঁটা, মহিলাদের ১০০ মিটার হাঁটা, মহিলা অতিথিদের নিয়ে মিউজিক্যাল চেয়ার ও বালিশ, প্রধান অতিথি বনাম সভাপতির দলের মধ্যে রশি টানাটানি, পোষ্যদের জন্য যেমন খুশি তেমন সাজো, মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান ও র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে ক্লাবের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং আগামী ক্রীড়ানুষ্ঠান জানুয়ারি মাসে করার জন্য ক্লাব কমিটিকে পরামর্শ প্রদান করেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। দিনব্যাপী এ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আরও বক্তব্য রাখেন ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক মেহেদী হাসান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শোয়াইব চৌধুরী।

উল্লেখ্য, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর সুজন দাশ এবং মহিলা বিভাগে উপপরিচালক মেহের নিগার সেরা ক্রীড়াবিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ক্লাবের সভাপতি মোঃ সাব্বিরুল আলম চৌধুরীর ধন্যবাদ বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের অভিষেক

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, চট্টগ্রামের নবনির্বাচিত পরিষদের অভিষেক ও বার্ষিক প্রীতিভোজ ১১ মার্চ ২০১৫ ব্যাংকের নতুন ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম। সভাপতিত্ব করেন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের বিগত পরিষদের সভাপতি ও বর্তমান সহসভাপতি অলক কুমার দাশ। প্রধান অতিথি পরিষদের নতুন সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান। তিনি তাঁর বক্তৃতায় অফিসের উন্নয়নে পরিষদকে কাজ করার আহবান জানান।

উল্লেখ্য, অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের ২০১৫ সালের কার্যকরী পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা হলেন সভাপতি- মোঃ বিল্লাল হোসেন; সহসভাপতি- অলক কুমার দাশ ও মোঃ নজির আহমদ; সাধারণ সম্পাদক- মোঃ আবদুর রশিদ; সহসাধারণ সম্পাদক- অসীম ভট্টচার্য ও মোঃ নসরুল আজিম মালিক; সাংগঠনিক সম্পাদক- মোঃ মামুনুর রহিম; দপ্তর সম্পাদক- মোঃ বরকত উল্লাহ চৌধুরী; কোষাধ্যক্ষ- হুমায়ুন কবির চৌধুরী, সহকোষাধ্যক্ষ- মধুসূদন দাশ। এছাড়াও সদস্যরা হলেন- দীপক গুপ্ত, মোঃ আবু নাছের, মোঃ মুজিবুল হক চৌধুরী, তরুন আলো চাকমা, অধীর রঞ্জন নাথ, মোঃ আব্দুল কাদের ও মোঃ আবু হানিফ।

ব্যাংক কলোনি স্কুলে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদ্‌যাপিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ে এক আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সহকারী শিক্ষক রাজীব ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের অংশগ্রহণে বর্ণিল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি কেক কেটে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এর পরপরই অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সহকারী শিক্ষিকা সুমি চক্রবর্তী, রুমি চক্রবর্তী, সুমিতা দে ও মনোয়ারা সুলতানা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নির্দেশনায় ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কুমার কান্তি চৌধুরী। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আলম, মোসাম্মৎ জোহরা ফেন্সী মাহমুদা ও মোহাম্মদ আবুল কালাম। এ অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংক কলোনি বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

মেঘ পাহাড়ের সাজেক ভ্যালি

মোহাম্মদ আনোয়ারুল বারী

অপরূপ সাজেকের পাহাড়ি পথ

সাজেক পাহাড়ের কাছে নীল আকাশের অনেক ঋণ। সকাল হতেই আকাশের মেঘগুলো যেন সাদা ডানা মেলে উড়ে যায় আর সন্ধ্যে হতেই আবার ফিরে আসে পাহাড়ের কোলে। রাতে মেঘগুলো মুখ লুকিয়ে ঘুমোয় সাজেক উপত্যকায়। যেদিকেই চোখ যায় মনে হয় সাজেক পাহাড় আর ভারতের পাহাড়ের মাঝের বিশাল উপত্যকায় পরম স্নেহে আর মমতার পরশে ঘুমিয়ে আছে আকাশের মেঘগুলো। অপেক্ষা সকালবেলার সূর্যের ডাকে আবার ডানা মেলে উড়ে যাবার। আর পাহাড়ের উপর থেকে ছবির মতো আঁকা ছোট্ট গ্রামটিকে দেখলে মনে হয় সাজেকের বুকে আধুনিক কোন মিষ্টি শহর। মোটরসাইকেল চেপে সাজেকের সেই গ্রাম দেখতে যাবার পরিকল্পনা আমাদের বেশ কিছুদিনের।

সাজেক ভ্যালির মনোরম দৃশ্য

২৫ মার্চ ভোরে আমরা ছয়জন ছয়টি মোটরসাইকেলে শাহবাগে একত্রিত হলাম। ভোরবেলার মিষ্টি রোদ তখন কেবল ডানা মেলতে শুরু করেছে। দেরি না করে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার হয়ে চট্টগ্রাম হাইওয়ে ধরে ছুটে চললাম। প্রায় দুই ঘণ্টা পর হাইওয়ে ইন হোটেলে সকালের নাস্তা সেরে আবার যাত্রা শুরু করলাম। বারৈয়ার হাটে আসার পর বাম দিক দিয়ে চলে গেছে খাগড়াছড়ির পথ। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা উঁচু-নিচু পথের রোমাঞ্চ মুহূর্তেই উধাও করে দিল দূর একটানা পথে মোটরসাইকেল চালানোর ক্লান্তি। কিছু সময় পর পর যাত্রা বিরতি নিলাম ছবি তোলার জন্য। খাগড়াছড়ি যখন কাছাকাছি তখন বিকেলের আকাশে মেঘের ঘনঘটা শুরু হলো। আমাদের যাত্রাকে আরও রোমাঞ্চিত ও মোহনীয় করতেই হয়তো শুরু হলো ঝোড়ো বৃষ্টি। উপায় না দেখে আশ্রয় নিলাম পাহাড়ি রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত এক ঘরে। ঘন কালো মেঘে পাহাড়ি এই এলাকায় বেশ উপভোগ্য ছিল এই বৃষ্টি। পাহাড়ে মেঘের গর্জন আর বৃষ্টির রূপ সত্যিই মোহনীয়। বৃষ্টির তেজ যখন কমে এল তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। খাগড়াছড়ির বিখ্যাত সিস্টেম রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার সেরে নির্ধারিত রিসোর্টে আমরা সেদিনের মতো যাত্রা বিরতি দিলাম।

খাগড়াছড়িতে রাত্রি যাপন করে পরদিন ২৬ মার্চ সকাল সকাল রওনা হলাম প্রায় ৭০ কি.মি. দূরে অবস্থিত সাজেক ভ্যালি দেখার উদ্দেশ্যে। খাগড়াছড়ি থেকে প্রথমে পড়ল দীঘিনালা আর বাঘাইহাটের পাহাড়ি সরু রাস্তা। চলার পথে ছবির ফ্রেমের মতো এক পাহাড় হতে আরেক পাহাড়ে সংযোজিত ব্রিজ যার নিচ দিয়ে বহমান নদী অথবা গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্য। জায়গায় জায়গায় চোখে পড়বে সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট। প্রায় দুই ঘণ্টা পর আমরা চলে এলাম সাজেকের কাছাকাছি। সাজেক প্রবেশের শেষ চার-পাঁচ কি.মি. পথে মোটরসাইকেল চালানোটা ছিল মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা। শেষের এ পথটুকু খাড়া উপরে উঠতে থাকে। এরই মাঝে মাঝে পড়বে বিপদজনক সব বাঁক। নিজে মোটরসাইকেল বা গাড়ি চালালে ড্রাইভিং দক্ষতার চূড়ান্ত পরীক্ষা নেবে এ পথ। যদিও চৈত্র মাস তারপরও আকাশে মেঘ করার কারণে সূর্যের প্রখরতা ততটা ছিলনা। দুপুর ১২টার মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম সাজেকের রুই লুই পাড়ায়। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো সাজেকে অবস্থিত আলো রিসোর্টে। বিশ্রাম ও হালকা নাস্তার পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম সাজেক পাহাড় ঘুরে দেখতে। সাজেক পাহাড় প্রায় দুই হাজার ফুট উপরে অবস্থিত। মেঘের সাথে এই পাহাড়ের গভীর মিতালী। সেনাবাহিনী প্রচুর উন্নয়ন করেছে এখানে। সাজেকে প্রবেশের পর প্রথমেই চোখে পড়বে অদ্ভুত সুন্দর টাওয়ার সদৃশ সাজেক রিসোর্ট। এ ধরনের আধুনিক রিসোর্টের অবস্থান এরকম একটি দুর্গম জায়গায় সত্যিই বিমোহিত করে। সাজেকের প্রায় পুরোটা পথই আধুনিক শহরের মতো পরিষ্কার, পরিপাটি। ফুটপাতগুলোও নান্দনিকভাবে রংবেরংয়ের ইট দিয়ে তৈরি। রাস্তার দুইপাশে আছে ছবির মতো সাজানো পাহাড়িদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, স্কুল, লাইব্রেরি সব কিছু। এ গ্রামটির নামই হলো রুই লুই পাড়া। রুই লুই পাড়ার সবকিছুই যেন সাজানো। সাজেক রিসোর্ট ছেড়ে একটু সামনে এগুলেই চোখে পড়ে স্কুল লাইব্রেরি। আর রাস্তা ধরে লাইব্রেরির ঠিক উল্টো দিকেই অবস্থিত আলো রিসোর্ট। এর কিছু সামনে এগোলেই লাল টুকটুকে রুন্ময় রিসোর্ট। সাজেক উপত্যকায় রুন্ময় রিসোর্টের সৌন্দর্যে জায়গাটিকে বিদেশের কোন সাজানো পাহাড়ি গ্রাম বলে মনে হয়। রুন্ময় রিসোর্ট ছাড়িয়ে কিছুটা সামনে গেলেই চোখে পড়বে তাঁবুর আদলে বানানো বেশ কিছু থাকার ব্যবস্থা। তাঁবুর ভেতর

উপত্যকা থেকে দৃশ্যমান পাহাড় মেঘের যুগলবন্দি

থেকে উঁকি দিলেই বাইরে ভারতের মিজোরামের পাহাড়গুলো চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে অপূর্ব এক রূপ নিয়ে। রুই লুই পাড়ার শেষ প্রান্তে রাস্তার দুইপাশে রয়েছে দুটি হেলিপ্যাড। হেলিপ্যাড থেকে দেখা যায় ভারত আর সাজেক পাহাড়ের মাঝের বিশাল এক উপত্যকাঞ্চল। আর দুই পাহাড়ের মাঝে সাগরের ঢেউয়ের মতো সাদা মেঘ। পাহাড়ি মোরগ আর পোলাও দিয়ে দুপুরের খাবারের অর্ডার দেয়া ছিল আলো রিসোর্টের ব্যবস্থাপক লিটন চাকমার কাছে। দুপুর তিনটা নাগাদ রিসোর্টে ফিরে, লাঞ্চ করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুললাম সকলে। অনেকক্ষণ মোটরসাইকেল চালানো আর ঘোরাঘুরিতে বেশ ক্লান্ত ছিলাম সবাই। খাবার পর বিশ্রাম নিয়ে শেষ বিকেলে আবার বেরিয়ে পড়লাম। সাজেক পাহাড়ে সূর্যাস্ত না দেখলেই যে নয়। রুন্ময় রিসোর্টের পাশের ক্যান্টিনে চা খেতে খেতে উপভোগ করলাম পাহাড়ের বুকে সূর্যের হারিয়ে যাওয়া। আমার সঙ্গীদের মধ্যে মিঠু, অন্তু, শাওন আর তাহমিন ভাইয়ের পাহাড়ি রাস্তায় মোটরসাইকেল চালানোর এটাই ছিল প্রথম অভিজ্ঞতা। পুরোটা সময় জুড়েই তাদের চোখে মুখে ছিল বিস্ময়ের ঘোর। দিনের শেষে রাতে হলো বারবিকিউয়ের ব্যবস্থা। পুরো সাজেকের রাস্তা জুড়েই তখন সোলার প্যানেলের স্ট্রিট ল্যাম্প। এছাড়া জেনারেটরের ব্যবস্থাও ছিল। বারবিকিউ তৈরিতে আমরাও হাত লাগালাম। পাহাড়ের ওপরে একসাথে খাবার তৈরির অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। গভীর রাতে যখন পুরো পাড়া নিস্তব্ধ তখন রুই লুই পাহাড়ের পথ ধরে হেঁটে বেড়ানোর অভিজ্ঞতাও অনন্য।

বর্ণিল পোশাকে আদিবাসী মেয়ে

২৭ মার্চ ভোরবেলা সূর্যোদয় দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। সূর্যোদয় দেখার পর গন্তব্য কংলাক পাড়া। রুই রুই পাড়া শেষে কাঁচা রাস্তা ধরে বেশ কিছুদূর এগোলেই চোখে পড়বে পাথুরে পাহাড়ের উপরে কংলাক পাড়া। এ পাহাড়ে মোটরসাইকেল অথবা অন্য কোনো যানবাহন যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। পায়ে হেঁটে পাহাড় বেয়ে আমরা উঠতে থাকলাম কংলাক পাড়ার দিকে। কংলাক পাড়ায় প্রবেশমুখে পাথর কেটে বানানো সিঁড়ি সত্যিই অবাক করার মতো। উঠতেই চোখে পড়ল পাথরের তৈরি ফলক। জানা গেল ওগুলো মৃত আদিবাসীদের কবরস্থান। কংলাক পাড়া থেকে আরও ভালোভাবে দেখা যায় ভারত আর বাংলাদেশের মাঝের উপত্যকা। কংলাক পাড়ায় পাকা রাস্তা না থাকলেও এটিও ছবির মতো সাজানো একটি গ্রাম। পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে ঝরণা যেখান থেকে এখানকার আদিবাসীরা পানি সংগ্রহ করে। চোখে পড়ল লুসাই আর টিপরা আদিবাসী। এই আদিবাসীরা অত্যন্ত কষ্ট করে পানি, খাবার আর জ্বালানি সংগ্রহ করে। জীবন এখানে সত্যিই আদিম। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে খিদে পেয়ে গেল। কংলাক পাড়ার কলা আর পাকা পেঁপের স্বাদ মনে রাখার মতো। তবে যতই আদিবাসী বলা হোক, সময় পেলে মেয়েদের সেজেগুজে ঘোরাঘুরি, আর ছেলেদের গিটার বাজিয়ে গান গাওয়া সত্যিই মুগ্ধ করে আমাদের।

সকাল সাড়ে আটটার দিকে ফিরে এলাম আলো রিসোর্টে। পাহাড়ি চালের খিচুড়ি দিয়ে নাস্তা সেরে খাগড়াছড়ির পথে ছুটে চললাম আমরা। দুপুর নাগাদ খাগড়াছড়ি পৌঁছুলাম। খাগড়াছড়িতে দুপুরের খাবার খেয়ে আবার রওনা দিলাম ব্যস্ত নগরী ঢাকার দিকে।

কিভাবে যাবেন ঃ নিজে গাড়ি বা মোটরসাইকেল চালিয়ে গেলে ঢাকা থেকে প্রথমে চট্টগ্রাম হাইওয়ে দিয়ে বারৈয়ারহাট পর্যন্ত গিয়ে বাম দিক দিয়ে ধরতে হবে খাগড়াছড়ির পথ। ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ির দূরত্ব ২৭০ কি.মি.। খাগড়াছড়ি থেকে দীঘিনালা হয়ে সাজেকের দূরত্ব প্রায় ৭০ কি.মি.। আপনার চালানোর উপর নির্ভর করে প্রায় ৯-১০ ঘণ্টার মধ্যেই আপনি পৌঁছে যাবেন সাজেক। চাইলে খাগড়াছড়িতে এক রাত থেকে পরদিন সাজেকের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারেন।

ঢাকা থেকে সরাসরি খাগড়াছড়ি প্রায় ছয়-সাত ঘণ্টার মতো। আর খাগড়াছড়ি থেকে সাজেক প্রায় দুই-তিন ঘণ্টার পথ।

খাগড়াছড়ি আর সাজেকে থাকার সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো সেনাবাহিনীর তৈরিকৃত রিসোর্ট। এছাড়াও কিছু কিছু প্রাইভেট কটেজ বা রিসোর্ট আছে। সাজেকে সেনাবাহিনীর দুটো রিসোর্ট সাজেক আর রুন্ময়। এ দুটো রিসোর্টের মাঝখানে আলো রিসোর্ট নামে আরেকটি রিসোর্ট আছে। যে রিসোর্টেই থাকুন না কেন, ঢাকা থেকে যাওয়ার আগেই বুকিং করে যাওয়া ভালো।

যারা বাসে করে যেতে চান তারা ঢাকার কলাবাগান, ফকিরাপুল, কমলাপুর হতে খাগড়াছড়িগামী বাসে করে প্রথমে যাবেন খাগড়াছড়ি শহরে। খাগড়াছড়ি থেকে স্থানীয়রা চাঁদের গাড়িতে যাতায়াত করে। আপনি চাইলে চাঁদের গাড়িতে যেতে পারেন। অথবা বড় দল হলে জিপ ভাড়া করতে পারেন। দরদামের ওপর নির্ভর করে জিপ ভাড়া সাত থেকে আট হাজার টাকা নিতে পারে। এছাড়া সিএনজিও ভাড়া পাওয়া যায় প্রায় তিন থেকে চার হাজার টাকায়। অবশ্য রাতে সাজেকে অবস্থান করলে সিএনজি অথবা জিপ প্রতি প্রায় ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা অতিরিক্ত খরচ পড়বে।

■ *লেখক: ডিডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্বের অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমকক্ষ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

যোগদানের অব্যবহিত পর কাজের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ?

যোগদানের শুরুতেই আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকে পাঠানো হয়। এর সময়সীমা ছিল ছয়মাস। তখন আমার পোস্টিং হয়েছিল উত্তরা ব্যাংকে। ক্যাশ কাউন্টারের টোকেন ইস্যু করা থেকে শুরু করে ঋণ অ্যাপ্রাইজাল পর্যন্ত প্রতিটি টেবিলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। অর্ধেক বেলা ব্যাংকে কাজ করার পর আমরা চলে যেতাম বিআইবিএমে তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য। এর পরের ছয়মাস আমাদের প্রশিক্ষণ ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগে। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর আমার প্রথম পোস্টিং হয় তৎকালীন কৃষি ঋণ বিভাগে। এছাড়া রংপুর অফিস ও এসপিসিবিএলে কাজ করার অভিজ্ঞতাও আমার রয়েছে।

আপনার কর্মকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি বিষয়ে বিশদ সংস্কার সাধিত হয়েছে। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের যে বিভাগটিতে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে কাজ করেছি সেটি হলো ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট। এ বিভাগের কাজগুলোকে আমি খুব পছন্দ করতাম। আমি গর্বের সাথে বলতে চাই, আমার কাজের সময়ে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত নীতিমালায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৯৪ সালের ২৪ মার্চ কারেন্ট অ্যাকাউন্টে লেনদেনের জন্য টাকাকে 'Convertable' ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার ফলে বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রতি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হয়।

আমি Moody's এবং Standard & Poor কর্তৃক বাংলাদেশকে মূল্যায়নের জন্য গৃহীত 'Sovereign Rating' কার্যক্রমের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির সাথে জড়িত ছিলাম। সে সময় বাংলাদেশ খুব ভালো রেটিং অর্জন করেছিল। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারতের পরই ছিল বাংলাদেশের অবস্থান। গভীর রাতে এই খবরটি পাওয়ার পর সারারাত আনন্দে ঘুমাতে পারিনি।

আরেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো 'Floating Exchange Rate System' চালুকরণ। বাংলাদেশের অর্থনীতির সহনশীলতা ও আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ২০০৩ সালের ৩১মে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই কাজটি করার সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন স্বনামধন্য ও মেধাবী কর্মকর্তা মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী বিশেষ অবদান রাখেন। এই সার্কুলারটি ইস্যু করার পর তৎকালীন গভর্নর বিষয়টির সংবেদনশীলতা বিবেচনায় বাসায় গিয়ে টেলিফোন লাইন বন্ধ করার পরামর্শ দেন। এছাড়া বড় তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এমডিকে ডেকে আমার পরামর্শ মোতাবেক কাজ করতে নির্দেশ দেন। সেদিন সারারাত তৎকালীন অর্থমন্ত্রী, গভর্নর ও অর্থসচিব (তাঁর কাছেই শ্রুত) জেগে ছিলেন এবং তাঁরা কিছুক্ষণ পরপর একে অপরের সাথে টেলিফোনে বিভিন্ন সম্ভাব্য ঘটনা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে একটি মজার অভিজ্ঞতা বলি। 'Floating Exchange Rate System' চালু করার পরবর্তী কর্মদিবসে একটি বিদেশি ব্যাংক তাদের ডলারের রেট ৫৮.৪৯ টাকার স্থলে সরাসরি ৬৫ টাকায় উদ্ধৃত করে। অপর একটি সরকারি ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বিষয়টি আমাকে ফোনে অবহিত করেন। আমি সেই সরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিলাম আপনি বিদেশি ব্যাংকটির কাছে দশ মিলিয়ন ডলার বিক্রি করবেন বলে অফার দেন। এই অফারের সাথে সাথেই বিদেশি ব্যাংকটি হকচকিয়ে গিয়ে তার রেট পুনর্নির্ধারণের ঘোষণা দেয়।

ছোট-বড়, আনন্দ-দুঃখ অনেক ধরনের স্মৃতিই রয়েছে ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্টের সাথে। সব বলতে গেলে একটি পুরো পরিক্রমায়ও তা কুলোবে না।

আপনার সময়ে প্রথম বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ১০ বিলিয়ন ডলার। সে সময়কার অভিজ্ঞতা বলুন-

২০০৯ সালের ১০ নভেম্বর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বপ্রথম ১০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তৎক্ষণাৎ বিষয়টি আমি বর্তমান অর্থমন্ত্রীকে এসএমএসের মাধ্যমে অবহিত করি। তিনি সে মুহূর্তে সংসদ অধিবেশনে ছিলেন এবং এসএমএস পাওয়া মাত্রই তিনি সংসদে এ বিষয়ে ঘোষণা দেন। সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত সকলেই টেবিল চাপড়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। আমি এসএমএসের মাধ্যমে বর্তমান গভর্নরকেও অবহিত করি। তিনি তখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিচ্ছিলেন এবং খবর পাওয়ামাত্রই রিজার্ভ বৃদ্ধির বিষয়ে ক্লাসে ঘোষণা দেন।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হওয়ার বিষয়টি বর্তমান অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে হোটেল রূপসী বাংলায় কেক কেটে আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়। তিনি সকলের সামনে আমাকে কেক খাইয়ে দিয়ে বলেন, এই কেক সিদ্দিকীর প্রাপ্য।

বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কী ?

এ বিষয়ে আমি একটি কথাই বলব- সঞ্চয় খারাপ এমন ধারণা আমি পোষণ করি না। তবে আমার অভিমত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখন সময় এসেছে Capital Account কে অবমুক্ত করার। এখন থেকেই ধীরে ধীরে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল কাজ দু'টি। একটি হচ্ছে মনিটারি পলিসি প্রণয়ন করা এবং দ্বিতীয়টি ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রক্ষা করা। মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টে বেশ কিছু মেধাবী কর্মকর্তা আছেন। গবেষণামূলক কাজ এবং পৃথিবীর উন্নত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতির কৌশল ও কার্যপ্রক্রিয়ার সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলে ভালো হবে বলে মনে হয়।

আপনি 'এফআইইউ প্রধান' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলাম। আমার কর্মসময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইনে বেশ কিছু নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ প্রদান করে। এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, সিআইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে সময় বর্তমান অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 'National Coordination Committee' গঠন করা হয়। বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে মতবিনিময় ও আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী আইন দু'টিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী সময়ে এর ভিত্তিতেই বাংলাদেশ এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ লাভ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন।

পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বত্রই। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্বের অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমকক্ষ। তবে এর সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল কাজের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অন-সাইট ও অফ-সাইট সুপারভিশনকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

ব্যাংকের বর্তমান কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ ব্যাংকে এখন যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা সবাই খুব ভালো। মেধা, কর্মদক্ষতা ও অধ্যবসায় দিয়ে তাঁরা বাংলাদেশ ব্যাংককে আরও উঁচুতে নিয়ে যাবেন।

আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী ?

দূর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার বয়স নেই। দিন আসছে এবং চলে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ মিলে ভালো আছি। ধন্যবাদ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংক চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্বে আছেন মহাব্যবস্থাপক ডা. মিহির কান্তি চক্রবর্তী। এ সাক্ষাৎকারে তিনি চিকিৎসা কেন্দ্র হতে প্রদেয় স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেছেন।

'মেডিকেল সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে চিকিৎসকবৃন্দ দ্রুত ব্যবস্থাপত্র দিতে পারছেন'
- ডা. মিহির কান্তি চক্রবর্তী

চিকিৎসা কেন্দ্র হতে বর্তমানে কী কী সেবা প্রদান করা হচ্ছে ?

চিকিৎসা কেন্দ্র হতে বর্তমানে প্রায় ৩০,০০০ রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি কর্মদিবসে ১৩ জন ডাক্তার, চারজন নার্স, আটজন ফার্মাসিস্ট এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ৪০ জনের একটি মেডিকেল টিম চিকিৎসা সেবার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। এমনকি অফিস সময়ের পরে এবং ছুটির দিনেও টেলিফোনের মাধ্যমে চিকিৎসকের সাথে আলাপ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ আছে।

বর্তমানে এই চিকিৎসা কেন্দ্র হতে ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে বার্ষিক এক হাজার টাকার সিলিংয়ের মধ্য হতে সাধারণ রোগের জন্য ওষুধ সরবরাহ করা হয়। এছাড়া আলাদা হিসাবায়নের মাধ্যমে ২৯টি জটিল রোগের ক্ষেত্রে সিলিং উর্ধ্ব ওষুধ সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি প্রয়োজন বুঝে রেফার-স্লিপের মাধ্যমে রোগীকে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করে মতামত নেওয়া হয়।

ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র হতে সেমিনার সিম্পোজিয়াম, ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে মেডিকেল টিম প্রেরণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের কোনো বিপর্যয়ের সময়েও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে মেডিকেল টিম চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। চিকিৎসা কেন্দ্রের সাথে একটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রও রয়েছে। সেখানে পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর হতে নিয়োজিত একজন নারী পরিদর্শক পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

চিকিৎসা কেন্দ্রের একজন ডাক্তার বাংলাদেশ ব্যাংক শিশু দিবা-যত্ন কেন্দ্রে শিশুদের স্বাস্থ্য ও খাদ্যের মান দেখাশোনা করেন। এছাড়া চিকিৎসা কেন্দ্র হতে হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন দেয়ার কার্যক্রমও পরিচালিত হয়।

অফিস চলাকালীন অসুস্থতায় সেবা প্রদানে কী ব্যবস্থা আছে ?

অফিস চলাকালীন চিকিৎসকগণ চিকিৎসা কেন্দ্রে উপস্থিত রোগীদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী চারজন নার্স ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার পরিমাপ, ইসিজি, নেব্যুলাইজেশন, অক্সিজেনেশন সেবা প্রদান করেন এবং কাটা ছেঁড়ার জন্য সেলাই এবং ড্রেসিং করে থাকেন। চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রের বিপরীতে আটজন ফার্মাসিস্ট ওষুধ বিতরণ করেন। কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অসুস্থ হয়ে পড়লে অবহিত হওয়ার সাথে সাথে ডাক্তার বা নার্স সেখানে উপস্থিত হয়ে জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। অবস্থাভেদে রোগীকে চিকিৎসা কেন্দ্রে এনে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা করা হয়। বেশি অসুস্থ রোগীকে নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ধরনের জরুরি সেবা প্রদানের জন্য দুইটি অ্যাম্বুলেন্স সবসময় প্রস্তুত থাকে।

এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকে আসা বহিরাগত কোন ব্যক্তির অসুস্থতার খবর জানানো হলে ডাক্তার বা নার্স উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগে ও শাখায় একটি করে ফার্স্টএইড বক্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখান থেকে জরুরি অবস্থায় রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

অবসরপ্রাপ্তদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্রে কী সেবা রয়েছে ?

বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মতো একই রকম চিকিৎসা সুবিধা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও পেয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে ওষুধ বিতরণের লক্ষ্যে প্রতি মাসের প্রথম ১০ দিন সকাল ১০টা হতে দুপুর ১টা পর্যন্ত কেবলমাত্র তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। এছাড়া তাঁরা যে কোনো দিন যে কোনো সময়ে চিকিৎসা সেবার জন্য আসতে পারেন।

আর কোন কোন চিকিৎসা সুবিধা এখানে থাকা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ?

চিকিৎসা কেন্দ্রে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে অনুপাতে চিকিৎসক ও ফার্মাসিস্টের স্বল্পতা রয়ে গেছে। তাই অধিক সংখ্যক চিকিৎসক নিয়োগ করা হলে সেবার মানও বৃদ্ধি পাবে।

চিকিৎসা কেন্দ্র আধুনিকায়নের পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল স্থাপন করা গেলে আরও উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান সম্ভব হবে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কী ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে ?

আশির দশক হতেই প্রচলিত চিকিৎসা সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের রোগীরা অসুস্থতা নির্ণয়ের জন্য ইনভেস্টিগেশন খাতে কোনো ধরনের পুনর্ভরণ পাননা। সেজন্য অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও ব্যয়ের ভারে চিকিৎসকের উপদেশমতো পরীক্ষাগুলো তারা করাতে পারেন না। গভর্নর ড. আতিউর রহমান পঞ্চাশোর্ধ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকের অর্থায়নে স্বাস্থ্য পরীক্ষা স্কিম চালুর নির্দেশনা প্রদান করেন। সে অনুযায়ী ব্যাংকের সকল কেন্দ্রে রোগীদের একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে প্রয়োজন অনুযায়ী টেস্টগুলো নির্ধারণ করা হয়। এরপর ঢাকা কেন্দ্রের জন্য বারডেম হাসপাতাল এবং অন্যান্য কেন্দ্রের জন্য পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে পরীক্ষাগুলো করানো হয়।

২০১৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ঢাকা কেন্দ্র হতে ১৮০৮ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বর্ধিত চিকিৎসা সুবিধার আওতায় আটটি রোগের ক্ষেত্রে প্রচলিত চিকিৎসা সুবিধার বাইরে চিকিৎসা ব্যয় নিয়মানুযায়ী পুনর্ভরণ করা হচ্ছে।

চিকিৎসা কেন্দ্রের অটোমেশনের ফলে কী কী সুবিধা হয়েছে ?

বর্তমানে মতিঝিল ও অন্যান্য শাখার চিকিৎসা কেন্দ্র অটোমেশনের ফলে মেডিকেল সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে চিকিৎসকবৃন্দ দ্রুত ব্যবস্থাপত্র দিতে পারছেন। চিকিৎসকরা তাদের কম্পিউটারে ওষুধের মজুদ ও সরবরাহ পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন। প্রতিদিন কতজন রোগী চিকিৎসা সেবা নেন তা পর্যবেক্ষণ করার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের রোগ এবং রোগীর তথ্য ও পরিসংখ্যান নির্ণয় করাও সম্ভব হচ্ছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

কৃষিখাতের বিপ্লবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব হলো মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সচেষ্ট থাকা এবং সুপারভিশন জোরদারকরণের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। কিন্তু দেশের অধিকাংশ আর্থিক সেবাবঞ্চিত গ্রামে বসবাসকারী তৃণমূল জনগোষ্ঠী এবং উপেক্ষিত এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য লাঘব ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় ভেবেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক তাদের আর্থিক সেবার আওতায় আনার জন্য প্রচলিত ব্যাংকিং ধারার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এদেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের বেশিরভাগ জনশক্তি কৃষিকাজের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। কৃষিকাজের মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূমি উর্বর হওয়ায় স্বল্পসময়ে বিভিন্ন মৌসুমে নানারকম ফসল এদেশে উৎপাদন করা সম্ভব। কৃষকের আর্থিক উন্নয়ন ছাড়া কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির চাকা সচল করা সম্ভব নয় ভেবে সরকার কৃষিবান্ধব কার্যক্রম যেমন- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পসহ কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সব ব্যাংককে তাদের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের ২.৫% অর্থ কৃষিখাতের জন্য বিতরণে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ নীতিমালায় উল্লিখিত কৃষি প্রধান তিনটি খাত যথাঃ শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ফসল উৎপাদন করার পাশাপাশি দেশের আমিষ ও প্রোটিনের ঘাটতি পূরণের জন্য মাছ চাষ, পোলট্রি খামার, গবাদিপশু পালন, দুগ্ধখামার প্রকল্প খাতে ঋণ প্রদানের জন্য জোর তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া যে সকল ব্যাংকের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোন শাখা নেই তাদেরকে কৃষিঋণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এনজিও লিংকেজের মাধ্যমে কৃষিঋণ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোন ব্যাংক কৃষিঋণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হলে অনর্জিত অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এক বছরের জন্য জমা রাখারও বিধান রাখা হয়েছে। তবে তাদের জমা টাকার ওপর ব্যাংক রেটে সুদ প্রদান করা হয়ে থাকে।

এ প্রেক্ষাপটে বিগত দুই অর্থবছরের কৃষিঋণ বিতরণের চিত্র প্রদত্ত হলোঃ (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	অর্থবছরে বিতরণ	বিতরণের হার(%)
২০১২-২০১৩	১৪১৩০	১৪৬৬৭.৪৯	১০৩.৮০ শতাংশ
২০১৩-২০১৪	১৪৫৯৫	১৬০৩৬.৮১	১০৯.৮৮ শতাংশ
২০১৪-২০১৫	১৫৫৫০	বিতরণ চলছে	

কৃষিখাতে কোনরকম হয়রানি ছাড়া জামানতবিহীন এবং সহজ শর্তে কৃষকদের মাঝে ঋণ প্রদানের নির্দেশনা থাকায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঋণ গ্রহণ করায় এবং তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রতিবছর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। যার ফলে গ্রামের অধিকাংশ পরিবার স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলছে এবং আর্থিক সেবায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যে সকল কৃষকের ১০ টাকায় খোলা হিসাব আছে তাদেরকে এ হিসাবের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করার নির্দেশনা থাকায় ঋণ প্রদানকালে মধ্যস্বত্বভোগীরা লাভবান হওয়ার সুযোগ হারিয়েছে। এছাড়া তাদের ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা থাকলে জমার ওপর সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে এক থেকে দুই শতাংশ বেশি হারে সুদ দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে এবং এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্থিতির উপর আবগারি শুল্ক কর্তন রহিত করা হয়েছে। এর ফলে অনেক কৃষক তাদের জমানো টাকা অরক্ষিত জায়গায় রেখে নষ্ট না করে ব্যাংক হিসাবে জমা রাখছে, যার কারণে তার টাকাটা রক্ষিত থাকছে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। এমনকি তাদের হিসাব সচল রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ফলে তাদের হিসাব সবসময় সচল থাকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এসকল কাজের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ নামে একটি বিভাগ খোলা হয়েছে। এ বিভাগের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় কৃষিঋণ পৌঁছানোর নিমিত্তে নিজস্ব তহবিল থেকে ৫০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল তহবিল গঠন করে ব্র্যাক এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে শুধুমাত্র এদেশের আর্থিক সেবাবঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠী বর্গাচাষি/ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ নিম্নআয়ের পেশাজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রতিবন্ধীসহ অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকার মানুষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য লাঘব করতে পারে

সে লক্ষ্যে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের জন্য মৌসুমভেদে স্বল্পসুদে ঋণ বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে জুন, ২০১৫ সাল পর্যন্ত এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আমাদের দেশে মশলা জাতীয় ফসলের চাহিদার চেয়ে উৎপাদন অনেক কম হওয়ায় চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশ থেকে এ ধরনের ফসল আমদানি করতে হয়। বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক আমদানি বিকল্প ফসল, ডাল, তৈলবীজ মশলা জাতীয় ফসল যেমন- পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ ইত্যাদি খাতে রেয়াতি ৪% সুদে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করেছে। একজন কৃষক ফসল ঋণ নিয়ে যদি ঋণখেলাপি না হয় তাকে মশলা জাতীয় ঋণ নেয়ারও সুযোগ দেয়া হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমানোর জন্যই এখাতে ঋণ প্রদানে কৃষকদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কৃষকদের জন্য বায়োগ্যাস প্লান্ট খাতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যে কৃষকের চার-পাঁচটি গরু আছে তাদেরকে এখাতে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট অত্যন্ত কার্যকরী একটি প্রকল্প। গরুর গোবর থেকে যে বায়োগ্যাস উৎপন্ন হয় তা দিয়ে অনায়াসে একটি পরিবারে রান্নার কাজ সম্পন্ন করা যায় এবং এর সাথে বৈদ্যুতিক পাখা, দুই-তিনটি এলইডি বাতি জ্বালানো যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, গরুর গোবর থেকে গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার পর যে বর্জ্য বের হয় তা বিশুদ্ধ জৈব সার হিসেবে ফসল উৎপাদনের জন্য জমিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি বাজারেও এর চাহিদা রয়েছে।

পরিবেশবান্ধব এবং জমির উর্বরতা ধরে রাখার জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে ভারমিকম্পোস্ট বা কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পচনশীল গাছ-গাছড়া ও গোবরের মিশ্রণে কেঁচো ছেড়ে দিলে কেঁচো তা খেয়ে যে বিষ্ঠা ত্যাগ করবে সেটাই হবে জৈব সার। স্বল্প বিনিয়োগে এ সার উৎপাদন করা যায় বলে ঝিনাইদহ অঞ্চলে এর উৎপাদন ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। সব ধরনের ফসল চাষে এর প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ সার প্রয়োগের ফলে ফসলে পোকামাকড়, রোগবালাইয়ের আক্রমণ অনেকাংশে কমেছে এবং ফলনও ভালো হচ্ছে। অতীতের মতো সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে কৃষক আজ সহজভাবে স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা পেয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য আধুনিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কম সময়ে ও কম খরচে ফসল ঘরে তুলতে পারছে।

কৃষকেরা খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেই যথেষ্ট নয়। এ ধারণার ফলে তাদের জীবন মানেরও উন্নয়নের চিন্তাভাবনায় অনগ্রসর এলাকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যাতে নবায়নযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করতে পারে সেজন্য গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট নামক নতুন বিভাগের মাধ্যমে ২০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম খাতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। স্বল্প মূল্যে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ পেয়ে তাদের সন্তানেরা লেখাপড়াসহ বিভিন্ন কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে। এখাতে ঋণ নিতে তারা খুবই আগ্রহী হয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলে এর চাহিদা ব্যাপক। এমনকি যাদের বিদ্যুৎ সংযোগ আছে তারাও এখাত থেকে ঋণ নিয়ে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করছে। এ সিস্টেমে সব সময়ই আলো পাওয়া যায়। তাদের মাঝে আজ উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে।

শহরের মানুষ আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাই গ্রামের মানুষ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলেই শহরমুখী হতে চায়। বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কৃষিবান্ধব নীতির সফল বাস্তবায়নের জোর প্রচেষ্টা এবং জোরদার মনিটরিংয়ের ফলে ব্যাংকগুলো সঠিক সময়ে সঠিকভাবে কৃষিঋণ বিতরণ করায় দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করছে। বর্তমানে বিদেশে চাল রপ্তানি হচ্ছে। খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষিখাতের অবদান ১৯ শতাংশ। কৃষিখাতের এই বিপ্লবের সুবাতাস সারা দেশে বইছে। কিছুদিন আগেও শোনা যেত উত্তরাঞ্চলের মানুষ না খেয়ে মরছে এবং শহরের দিকে ঝুঁকছে। এখন কৃষক মঙ্গায় আক্রান্ত হয়েছে শোনা যায় না, শীতেও কষ্ট পায় না তার কারণ তাদের হাতে আছে ফসল বিক্রির নগদ টাকা। আগে চাষের জন্য মহাজনদের কাছ থেকে অধিক সুদে বা স্বল্পমূল্যে ফসল বন্ধক রেখে টাকা ধার নিতে হতো। এখন মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই কৃষকের হাতে ঋণ পৌঁছে যায়। কৃষকের চেহারা জীর্ণশীর্ণ থাকলে এদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়- এ ধারণা কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধানের উপলব্ধির ফলেই আজকে সহজভাবে আর্থিক সেবা পেয়ে ভূমিহীন অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকার মানুষ স্বাবলম্বনের দিকে এগিয়ে চলছে। তারা এখন ব্যাংক চিনতে পারছে, ব্যাংকের সেবায় অংশীদার হতে পারছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল পাচ্ছে। এভাবে আর্থিক সুবিধা অব্যাহত থাকলে গ্রামের কৃষক শহরের দিকে ধাবিত না হয়ে গ্রামের সবুজ মায়ার বন্ধনকে আঁকড়ে ধরে কৃষিখাতের উন্নয়নে অবিচল থাকলে দেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

■ *লেখক: ডিডি, খুলনা অফিস*

ব্যাসেল – ৩

অধিকতর ঝুঁকি সহনশীল ব্যাংক এবং ব্যাংকিং ব্যাবস্থা

মোঃ শাহ্ নেওয়াজ

২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় বিনিয়োগ ব্যাংক লেম্যান ব্রাদার্স দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর থেকে অনেকগুলো ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ধসে পড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মেরিল লিঞ্চ, এআইজি, সিটি গ্রুপ, রয়্যাল ব্যাংক অব স্কটল্যান্ড, লয়েডস্, ফিনিমি, ফ্রেডিম্যাক ইত্যাদি। এর মধ্যে ফিনিমি এবং ফ্রেডিম্যাক প্রতিষ্ঠান দুটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম মর্টগেজের বিপরীতে ঋণ সরবরাহকারী যার বাজারমূল্য ছিল প্রায় ১৫ হাজার ৫৩৯ বিলিয়ন টাকা। পরবর্তী সময়ে এই অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে যা ১৯৩০ সালের মহামন্দার পরে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে ভয়াবহ মন্দা হিসেবে এখন পর্যন্ত স্বীকৃত। এই অর্থনৈতিক মন্দার অন্যতম কারণ ছিল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অতিরিক্ত অন অ্যান্ড অফ ব্যালেন্স শিট লিভারেজ, মূলধন ঘাটতি এবং তারল্য স্বল্পতা যার ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঝুঁকি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি।

এই আর্থিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য জি-২০ রাষ্ট্রপ্রধানগণ ও সরকারপ্রধানগণ ২০০৯ সালে পিটস্বার্গে একত্রিত হন যেখানে আর্থিক বাজারকে আরও বেশি ঝুঁকি সহনশীল করতে নতুন রেগুলেশনের মাধ্যমে সুপারভিশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর দায়িত্ব প্রদান করা হয় ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন (বিসিবিএস) এর ওপর। এর প্রেক্ষিতে বিসিবিএস ডিসেম্বর ১৬, ২০১০ সালে Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems শিরোনামে কিছু নতুন সুপারিশ প্রণয়ন করে যা বিশ্বব্যাপী ব্যাসেল-৩ নামেই স্বীকৃত।

এরই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত ও আর্থিক খাতকে অধিকতর ঝুঁকি সহনশীল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে "Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for banks in line with Basel III)" শিরোনামে একটি গাইডলাইন্স ও ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের সংশোধিত রোডম্যাপ জারি করে, যার মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আরও বেশি নিশ্চিত হবে।

রোডম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে ১ জানুয়ারি ২০১৫ সাল থেকে। এ কার্যক্রম জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বর, ২০১৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলবে। আর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে ১ জানুয়ারি ২০২০ সাল থেকে। প্রসঙ্গত, ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (বিআইএস) ব্যাসেল-৩ সংক্রান্ত যে রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে সে অনুযায়ী ২০১৩ সাল থেকে শুরু করে ২০১৯ সালের মধ্যে এর পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বিদ্যমান ব্যাসেল-২ গাইডলাইন্স থেকে বর্তমান ব্যাসেল-৩ গাইডলাইন্সে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে যা নিম্নরূপ ঃ

১. Minimum Common Equity Tier-1 (CET-1) Capital Ratio মোট ঝুঁকি ভারিত সম্পদের ৪.৫% রাখতে হবে যার বাস্তবায়ন শুরু হবে ২০১৫ সাল থেকে। এছাড়া Additional Tier-1 Capital মোট ঝুঁকি ভারিত সম্পদের ১.৫% রাখা যাবে। এক্ষেত্রে মোট ন্যূনতম Tier-1 Capital হবে ৬%|

২. Minimum Total Capital Ratio (CAR) রাখতে হবে ঝুঁকি ভারিত সম্পদের ১০% এবং Capital Conservation Buffer হিসেবে ঝুঁকি ভারিত সম্পদ আরও ২.৫% রাখতে হবে যা বাস্তবায়নের কাজ চলবে ২০১৬ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে এবং এটি প্রতিবছর ০.৬২৫% হারে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। ২০১৯ সালের মধ্যে Capital Conservation Buffer ২.৫% সহ মোট ন্যূনতম ১২.৫% মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. ব্যাংকসমূহকে Macro Prudential Capital Buffer হিসেবে Counter Cyclical Buffer মূলধন রাখতে হবে যার হার বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারণ করা হবে। এই হার বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট হতে ১২ মাস পূর্বে জানিয়ে দেওয়া হবে।

৪. ব্যাংকসমূহের লিভারেজ একটি সুষম অবস্থায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকিং সিস্টেমের জন্য স্বচ্ছ এবং আদর্শ লিভারেজ অনুপাত প্রণয়ন করা হয়েছে। যার ন্যূনতম মাত্রা ৩% নির্ধারণ করা হয়েছে যা ২০১৯ সাল থেকে পিলার-১ বাধ্যবাধকতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫. একটি শক্তিশালী তারল্য অবস্থান নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যাংক সমূহকে Liquidity Coverage Ratio ১০০% এর সমান অথবা বেশি রাখতে হবে এবং Net Stable Funding Ratio ১০০% এর বেশি রাখতে হবে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস) কর্তৃক তদারক এবং বাস্তবায়ন করা হবে সেপ্টেম্বর ২০১৫ সাল এর মধ্যে।

৬. পিলার-৩ এর আওতায় ব্যাংকসমূহকে আরও বেশি তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করতে হবে যাতে স্টেকহোল্ডারগণ ব্যাংকসমূহের প্রকৃত অবস্থা যথাযথভাবে যাচাই করতে পারে।

ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আরও বেশি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে, ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে যা আর্থিক খাত এবং অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে সহায়তা করবে এবং এটি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য খুব প্রয়োজন।

■ *লেখক : এডি, বিআরপিডি, প্র.কা.*

মে দিবস নিয়ে সিবিএ'র ভাবনা

সিবিএ'র নেতৃবৃন্দ ও পরিক্রমার প্রতিনিধিদের মে দিবস নিয়ে আলাপচারিতা

মোঃ মনজুরুল হক

সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন

মে দিবস হলো সারা বিশ্বে নির্যাতিত শ্রমিকদের মুক্তির দিন। মে দিবসের শুরুর দিকের কথা বলতে গেলে ইতিহাসের দিকে যেতে হয়। এখন থেকে অনেক বছর আগে সর্বপ্রথম ইউরোপে ছোট, বড় ও মাঝারি কলকারখানা গড়ে ওঠে। শিল্প কারখানাগুলো গড়ে ওঠার সাথে সাথে নারী, পুরুষ ও শিশু শ্রমিকেরা কাজ করা শুরু করে। শ্রমিকের কাজের সময়সীমা ও মজুরি তখন নির্ধারিত ছিল না। মালিকপক্ষ ইচ্ছেমতো তাদেরকে চাকরিতে রাখত বা ছাঁটাই করত ও তাদের ন্যায্য মজুরি দিত না। তখন মালিকের ইচ্ছেটাই বড় ছিল। এ পর্যায়ে তাদেরকে নির্যাতন করা হতো। দীর্ঘদিন এধরনের নিপীড়ন চলার পর সারা ইউরোপে শ্রমিকেরা ক্রমশ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করল। তারা সর্বপ্রথম একটি ক্লাব গঠন করে মজুরি বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান ও তাদের ন্যায্য অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে। একই সময়ে আমেরিকাতেও বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিকরা সমিতি করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবাদ করতে লাগল। মালিকপক্ষও তাদেরকে দমন করতে অত্যাচার শুরু করে। আর এই অত্যাচার চূড়ান্ত রূপ নেয় আমেরিকার শিকাগো শহরে। ১৮৮৬ সালে শিকাগোর হে মার্কেটে অধিকার আদায়ে রাজপথে নামে শ্রমিকেরা। একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে শ্রমিকদের বিজয় হয়। তারই ধারাবাহিকতায় আট ঘণ্টা শ্রমিকের শ্রমঘণ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে ১ মে মহান মে দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। এ দিনটি শ্রমিকদের কাছে একটি সংগ্রাম ও অনুপ্রেরণার দিবস। আমি ১৯৮৮ সালের ৮ জুন বাংলাদেশ ব্যাংকের বেসিক ইউনিয়নে যোগদান করি। এরপর ১৯৮৯ সালে আমরা প্রত্যেকটি ব্যাংকে চিকিৎসাসেবা চালু করার জন্য আলাদা আলাদা সংগ্রাম কমিটি গঠন করি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ছিলাম আমি। পরে সেই আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকে চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করা হয় যা আগে ছিলনা। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে প্রথম এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন (সিবিএ) ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। আমি তখন সিবিএতে যোগদান করি। তখন বাংলাদেশ ব্যাংকে বেশকিছু সমস্যা ছিল। কিছু কিছু বিভাগে বৈষম্য ছিল। সেসব সমস্যা আমরা অনেক আন্দোলন সংগ্রাম করে কমিয়ে আনতে সক্ষম হই। তো এভাবেই মে দিবসের অনুপ্রেরণায় আমরা কাজ করে চলেছি। একজন শ্রমিক নারী বা পুরুষ যা-ই হোক না কেন তার ব্যক্তিত্ব ও সম্মান বজায় রেখে সুন্দর পরিবেশে যাতে কাজ করতে পারে সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে আসছি। আজকে দেশে তথ্য-প্রযুক্তি ও শিল্প-কারখানায় যে পরিবর্তন এসেছে তা মে দিবসেরই অনুপ্রেরণায় এসেছে।

মোঃ আইয়ুব আলী

সহসভাপতি

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন

রাজনৈতিক প্রভাব সবসময়ই শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণের পথে একটি বড় অন্তরায়। আজকের পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র শ্রমিককে তার ন্যায্য অধিকার আদায় করতে দিতে চায় না। এসব বিদ্যমান সমস্যা যতটা সম্ভব কমিয়ে এনে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার আদায় করতে আমরা সংকল্পবদ্ধ। আমরা মনে করি এসব বাধা দূর করতে না পারলে ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব না। আর আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন সবধরনের রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে থেকে কাজ করে আসছে ও ভবিষ্যতেও করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন কখনও কোনো প্রভাব বিস্তারকারী সংগঠন না। এটির মূল লক্ষ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার আদায় করে সুন্দর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সহায়তা করা। মহান মে দিবসকে সামনে রেখে প্রতিবছর আমরা আমাদের সাধ্যমতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। স্মরণ করি আমাদের শ্রমিক ভাইদের অবদানের কথা। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে মে দিবসের গুরুত্ব অনেক বেশি।

তাসমেরী আক্তার ডালিয়া

অর্থ সম্পাদক

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন

আমাদের দেশে নারী শ্রমিকেরা সবসময়ই বঞ্চিত। পুরুষের তুলনায় তাদেরকে কম মজুরি দেওয়া হয়। তাদের পদোন্নতিতে বৈষম্যসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয় না। বেশিরভাগ কর্মক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের শিকার হয়। তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে দায়িত্বশীল পদে তাদেরকে আসতে দেয়া হয় না। একমাত্র সুশিক্ষা, অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা আর নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করার মনোভাব পরিবর্তন করা গেলে নারী পুরুষের এই বৈষম্য কমবে বলে আমি মনে করি। তাদেরকে সংগঠিত হতে হবে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য। নারীদের নিজেকেও অনুধাবন করতে হবে যে তারা পুরুষদের তুলনায় কোনো অংশে কম না ও তাদের সমান অধিকার রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নারীরা যে পুরুষের তুলনায় কম দক্ষ এই মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলো প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেড ইউনিয়ন দীর্ঘদিন ধরে নারী অধিকার নিয়ে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করে করছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

পহেলা বৈশাখ ঃ সেকাল ও একাল

মানসুরা পারভীন

ভোর না হতেই মা বলতেন,
উঠো তাড়াতাড়ি ঝাড়ু দাও ঘরদোর উঠান।
পান্তা ইলিশ মিষ্টি খেয়ে বের যেন হয় সবাই
আজ বছরের প্রথম দিন।
এখন মা বলেন, চলো বাবা টিএসসিতে যাবো
সেখানে পান্তা ইলিশ শুঁটকি ভর্তা খাবো।
আগে বায়না ছিল ছেলেমেয়ের, ও মা বৈশাখ আসছে
কবে বানাবে পিঠা, সন্দেশ, খই, নাড়ু মুড়ি ?
এখন চারিদিক বাহারি জিনিসের ছড়াছড়ি
কবে কিনে দিবে মা, সাদা লাল শাড়ি চুড়ি ?
কত যে বৈষম্য চলছে এখন, প্রভাব পড়ছে শিশু মনে।
পথশিশু শুধুই দেখে, বাহ্ কি সুন্দর সাজ ! অবাক নয়নে।
চাকচিক্য ছিল তখন ঘরের কোণা থেকে বাড়ির আঙ্গিনায়
লেপে মুছে পরিষ্কার পরিপাটি সব জায়গায়।
এখন ! চলো দল বেঁধে যাই কোন অনুষ্ঠান, মেলা বা রেস্তোরাঁয়
সারাদিন কাটাবো আজ টিএসসি অথবা রমনায়।
চলে বৈশাখী গান, নাগরদোলা, খেলনা খাজাগজাও আছে।
তবুও যেন মেলায় পায় না প্রাণ, আবেগ যেন থমকে গেছে।
ছিল তখন পাড়ায় পাড়ায় ছোট পরিসরে অনুষ্ঠানের আয়োজন
কলের গান, বায়োস্কোপ, নাগরদোলা, খাজাগজা, পিঠার দোকান।
বাড়ি বাড়ি গিয়ে করতো নিমন্ত্রণ দোকানিরা শুভ হালখাতার,
ছোটরা বলতো, ও বাবা আমাকে নেবেনা ? আমরাও যাব এবার।
এখন ফেসবুকে বসে ছেলেমেয়েরা সেরে ফেলছে সব কাজ
বৈশাখের কি অনুষ্ঠানসূচি আর পছন্দমতো সব সাজ।
আনন্দ উল্লাস করতো তখন সকলে মিলেমিশে একসাথে
কেড়ে নিয়েছে মোবাইল ফোনের কথোপকথন - দেখা হবে রমনাতে।
আগের রাতে ফোটে পটকা, আতশবাজি, পাশ্চাত্য ঢংয়ে চলে পার্টি,
ভুলে যায় বাঙালি নিজের ঐতিহ্য, আত্মতৃপ্তির সব নান্দনিক দৃষ্টি।
সময় এসেছে ফিরে তাকাবার, ফেরাতে বাঙালির ঐতিহ্য।
আপন ভুবন সাজাবো আমরা, করবোনা ভিন্ন কৃষ্টি কর্জ।
থাকুক না আধুনিক বাদ্য, সুর উঠুক তাতে ভাটিয়ালি জারি-সারির আজ
সোনার বাংলার অলংকরণ হোক, নিজের চিরচেনা সব সাজ
আমরা বাঙালি কি করে ভুলি আমাদের সংস্কৃতি শুভ নববর্ষ
চলো একসাথে সবাই সুর মেলাই 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো'।

কবি পরিচিতঃ ডিজিএম, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র.কা.

জেনেছি

অচিন্ত্য দাস

কখন থেকে কোথায়, দূরত্ব সমান্তরাল
এখান থেকে ওখান, সঙ্গোপনে কত আড়াল
বর্ণ থেকে বর্ণহীন
মেঘলা খুব একলা দিন
বর্ণহীন চৌকো ঘর আজ ধূসর গল্প আঁকে
জেনেছি সমস্ত রঙ জমা থাকে আরেক চোখে
খুব কোথাও খুব নিকট, অন্তহীন অন্তরাল
কোথায় তুমি কাটবে এই, স্থান কালের যৌথ জাল
দৃশ্য থেকে দৃশ্যময়, দৃষ্টিও কি একলা হয়
দৃশ্যহীন শব্দহীন দীর্ঘ রাত জেগে থাকে
জেনেছি সমস্ত সাধ জমা থাকে আরেক বুকে

কবি পরিচিতঃ এডি, ডিওএস, প্র.কা.

কাকতাড়ুয়ার আত্মকথন

তন্ময় সাহা

দিগন্তে মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়ে সেই কবে থেকে।
মুখ কালো করে দিয়ে গেছে মনিবের দল।
ওরা ভয় পায়।
বলতো বিরান মাঠে কে আমার আপন হয় ?
বাতাসের শন্‌শন্ শব্দের সাথে, আমিও ফিসফিস করে ডাকি-
"এসো বন্ধু বসে যাও কিছুক্ষণ
কিছুক্ষণ হোক আলাপন"
কী দিয়ে কিনেছে আমায়,
এক ফালি ছেঁড়া জামা !
হাঁড়ি বাঁধা কালো ফিতা !
আমি কি সত্তা কাবুলিওয়ালা ?
কালিমাখা মুখেও কেউ কেউ চুম্বন দেয়।
বিষ্ঠামলিন সন্তান কোলে তোলে মা।
দেখে নিও একদিন আমরাও.....।

কবি পরিচিতিঃ অফিসার, খুলনা অফিস

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

সংখ্যক সমাচার

এইবার শোনো ভাই সংখ্যক সমাচার
বিনা প্রয়োজনে তার কত হয় ব্যবহার।
সংখ্যক যোগ হয় 'প্রচুর'-এর সঙ্গে
এরকম আরও নানা শব্দের অঙ্গে।
শব্দটা কিছু-তার শেষে বসে সংখ্যক
অথচ নেইকো তার কোনই আবশ্যক।
বহুটাকে দেখ তুমি আছে বেশ বিপদেই
তার শেষে সংখ্যক প্রয়োজন মোটে নেই।
সুতরাং সংখ্যক ব্যবহারে সাবধান
বিনা প্রয়োজনে তাকে কোরো নাক আহ্বান।

[অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিনা প্রয়োজনে 'সংখ্যক' শব্দটি ব্যবহার করি। 'চাকরির জন্য প্রচুরসংখ্যক আবেদনপত্র জমা পড়েছে।' 'কিছুসংখ্যক লোক এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে।' 'বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এ বছর পরীক্ষা দিয়েছে।' উপরের তিনটি বাক্য থেকে 'সংখ্যক' শব্দটি তুলে দিলেই সেগুলো সহজ ও যথাযথ হয়। 'সংখ্যক' শব্দের অনর্থক ব্যবহার সম্পর্কে আমরা মোটেও সচেতন নই। এমনকি আমরা লিখি, 'মুষ্টিমেয়সংখ্যক', 'পর্যাপ্তসংখ্যক'। এগুলো নির্জলা অপপ্রয়োগ এবং সম্পূর্ণ অদরকারি। তাই বলে কি 'সংখ্যক' শব্দটির ব্যবহার একেবারেই উঠিয়ে দিতে হবে ?
নিশ্চয়ই নয়। নিচের বাক্যগুলো সংখ্যকযোগেই গঠন করতে হবে। 'অনুষ্ঠানে সমসংখ্যক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল।' 'পঁচিশসংখ্যক বাড়িটি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।' 'এবারের পরীক্ষায় সর্বোচ্চসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাস করেছে।']

বিশ্বব্যাপী রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ডলারের অংশ বেড়েছে

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কারেন্সি কম্পোজিশন অব অফিসিয়াল ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভস্ (COFER) এর ৩১ মার্চ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রার মোট রিজার্ভ ২০১৪ সালের শেষ ত্রৈমাসিকে কমেছে। এদিকে মোট রিজার্ভ কমলেও বিশ্বব্যাপী রিজার্ভ হিসেবে ডলারের অংশ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৬২.৪% থেকে বেড়ে ২০১৪ সালের শেষ ত্রৈমাসিকে ৬২.৮%(প্রায় ৩.৮২৬ ট্রিলিয়ন ডলার) হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ইউরোর অংশ একই সময়ে ২২.৬% থেকে কমে ২২.২%-এ (১.৩৫ ট্রিলিয়ন ডলার) নেমে আসে এবং ইয়েন ও ইউকে পাউন্ড ৪% এর নিচে রয়েছে। ২০১৪ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে মোট আন্তর্জাতিক রিজার্ভ আগের ত্রৈমাসিকের থেকে ১.৫% কমে ১১.৬ ট্রিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বিশ্লেষকরা এ পরিবর্তনের জন্য অন্য উন্নত বাজারগুলোর বিপরীতে ২০১৪ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ডলারের ক্রমাগত মূল্য অর্জনের প্রভাবকে দায়ী করেছেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়তার বিষয়ে ইঙ্গিত করেন বিশ্লেষকরা। তবে আমেরিকার সিটি ব্যাংকের একজন কৌশলগত বিশ্লেষকের মতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর ডেটাবেইজে রিজার্ভের নন-ডলার অংশটির মূল্যকে ইউএস ডলারে প্রকাশ

ডলারের বিপরীতে ইউরো ও ইয়েনের বিনিময় মূল্য কমেছে

করা হয়েছে। তাই ডলারের বিপরীতে ইউরো ও ইয়েনের বিনিময় মূল্য কমলেও সেটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ইউরো ও ইয়েন বিক্রি ছাড়াই কমেছে।

চলতি বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রতিযোগী মুদ্রাগুলোর বিপরীতে মূল্যবৃদ্ধি ও ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং প্রোগ্রাম ইউরোর উপর বাড়তি চাপ তৈরির কারণে আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ডলারের অংশ আরও খানিকটা বাড়তে পারে। তাছাড়া ইউরোর বিপরীতে সুইস ফ্রাঙ্কের বিনিময়ের ন্যূনতম হার তুলে দেয়ার সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের সিদ্ধান্তটি আন্তর্জাতিক রিজার্ভের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

নতুন বন্ড বাজারে ছাড়বে সিঙ্গাপুর মনিটারি অথরিটি

দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়কে উৎসাহিত করতে খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন ধরনের সরকারি বন্ড ছাড়তে যাচ্ছে সিঙ্গাপুর মনিটারি অথরিটি। সিঙ্গাপুর সেভিংস বন্ড (এসএসবি) নামে নতুন বন্ডটি এবছর শেষে বাজারে আসবে ও মাসে একবার ইস্যু করা হবে। সিঙ্গাপুর মনিটারি অথরিটির মতে, বন্ডটি ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও অবসরকালীন প্রয়োজনীয়তা পূরণে সহজ ও স্বল্পব্যয়ে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়াবে। সিঙ্গাপুর এএনজেড এর অর্থনীতিবিদ ওয়াইউইনের মতে, বিনিয়োগযোগ্য ক্যাশধারী যারা শেয়ার ও দ্রুত পরিবর্তনশীল সুদহারের কারণে অন্যান্য বন্ডে বিনিয়োগ করতে অনাগ্রহী বন্ডটি তাদের বিনিয়োগ সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে করা হয়েছে।

Monetary Authority of Singapore

নতুন বন্ডটি কুপনের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের পরিশোধ করবে, যার হার প্রতি বছর বৃদ্ধি পাবে। এটি বিনিয়োগকারীদের অর্থ দীর্ঘমেয়াদে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রাখতে উদ্দীপনা যোগাবে। যেসকল বিনিয়োগকারী এসএসবি বন্ডটি এক বছরের জন্য ধরে রাখবে, তারা একবছরের লভ্যাংশ পাবে, দুই বছর রাখলে কিছু অতিরিক্ত লভ্যাংশ পাবে। বন্ডটি সর্বোচ্চ দশ বছর মেয়াদি হবে এবং সিঙ্গাপুর সরকার এটির নিশ্চয়তা প্রদান করবে। বন্ডটি হস্তান্তর বা বিক্রয়যোগ্য নয়। কিন্তু বিনিয়োগকারী চাইলে যেকোন সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে এটি বিক্রি করতে পারবে, এর জন্য কোন চার্জ রাখা হবে না। বন্ডটিতে সর্বনিম্ন ৫০০ ডলার বিনিয়োগ করা যাবে। সর্বোচ্চ বিনিয়োগসীমা ২০১৫ সালের দ্বিতীয় ভাগে বন্ডটি ইস্যু করার সময় জানানো হবে বলে জানিয়েছে সিঙ্গাপুর মনিটারি অথরিটি (এমএএস)।

এআইআইবি কি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রভাবের জন্য চ্যালেঞ্জ?

নতুন প্রতিষ্ঠিত এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে (এআইআইবি) সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে চীনের সফলতা প্রমাণ করে আগামী দিনে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরাশক্তির স্থানটি ধরে রাখতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই কর্তৃত্ববাদী মনোভাব থেকে সরে আসতে হবে। বিশ্ব অর্থনৈতিক শক্তির পূর্বমুখী স্থানান্তর বিষয়ে অভিজ্ঞ লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস্ এর অধ্যাপক ড্যানি কোয়া বলেন, যেসকল সূচক বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে চীনের এআইআইবি গঠনের উদ্যোগের সফলতাকে তার আলোকে দেখা উচিত। এই পরিস্থিতিতে এশিয়ায় আইএমএফের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে।

চীনের নেতৃত্বে ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যপদ গ্রহণের চূড়ান্ত সময়সীমা ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের অগ্রাহ্য করার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। যদিও যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার মতো যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশ শুরু থেকে ব্যাংকটিতে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংকটি বিশ্বব্যাংকের মতো ভূমিকা পালন করলেও এটি উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল হবে বলে মনে করেন কোয়া। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ট্রেজারি সেক্রেটারি ল্যারি সামারস্ বলেন, বিশ্ব অর্থনৈতিক পদ্ধতির পেছনের চালিকাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা হারানোর সময় হিসেবে এ সময়টি স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি নতুন বড় উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় চীনের অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং যুক্তরাজ্যসহ প্রায় এক ডজন ঐতিহ্যবাহী মিত্রদেশকে এ প্রচেষ্টার বাহিরে রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতাকে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়। এপরিস্থিতিতে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র তার নেতৃত্বের স্থানটি ধরে রাখতে পারে, তবে সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই গতানুগতিক কর্তৃত্ববাদী ভাবধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা।

■ *লেখক : আনোয়ার উল্যাহ্, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

কে.এম.গাওছুজ্জামান

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৫/০৫/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ১২/০১/২০১৫
বিভাগ : সিএসডি-১

আজিজুন নেছা

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৩০/৪/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৩/৩/২০১৫
বিভাগ : ইএমডি

মোঃ আশরাফ আলী

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৬/৪/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১৩/১/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মোঃ সাইফুল ইসলাম খান

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২২/৬/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
মতিঝিল অফিস

প্রমিলা রানী অধিকারী

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২/২/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ১/৩/২০১৫
বিভাগ : ইএমডি

লাইলী বেগম

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৭/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ২৭/১/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মোঃ আব্দুল বারী

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৯/৬/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ১/৩/২০১৫
বিভাগ : পরিসংখ্যান বিভাগ

মোঃ মোজাহার আলী

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৭/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ১/৩/২০১৫
বিভাগ : এএন্ডবিডি

মোঃ আব্দুল হাই

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২০/৭/১৯৮৫
অবসর উত্তর ছুটি : ৩১/১২/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ মোস্তফা কামাল

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৭/৬/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১৫/২/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-২

মোঃ মোফাখারুল ইসলাম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১২/৭/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৩/২/২০১৫
বিভাগ : এফইওডি

মোঃ নিজাম উদ্দিন-১

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৩/১১/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৩১/১২/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মঞ্জু আরা বেগম-১

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৫/১০/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
মতিঝিল অফিস

আছাদুজ্জামান

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৩/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ৩১/১২/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ ইমদাদ আলী

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৬/১/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ৩১/১২/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ শওকত হোসেন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৯/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১/২/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-২

এ.বি.এম ফিরোজ মিয়া

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৩০/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ১০/২/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মোঃ হবিবর রহমান

(সহকারী ব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৮/১১/১৯৮৬
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
মতিঝিল অফিস

২০১৪ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

হৃদিতা রায় পৌষী
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ

মাতা: কাবেরী রায়
পিতা: রজত কান্তি রায়
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

প্রতীক সাহা
সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতা: ঝুমা রানি সাহা
পিতা: প্রদীপ কুমার সাহা
(ডিএম, সদরঘাট অফিস)

মোঃ আসিফ ইকবাল জারিফ
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল

মাতা: আফরুজা বেগম
পিতা: মোঃ জাহেদুল ইসলাম
(জেডি, এসএমই এন্ড এসপিডি, প্র.কা.)

খন্দকার ইজাজুল ইসলাম (ইফাত)
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল

মাতা: মোসাঃ সাহেরা আক্তার
পিতা: খন্দকার তারিকুল ইসলাম
(ফোরম্যান, সিএসডি-১, প্র.কা.)

আহনাফ হাসান ইভান
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: মোছাঃ হালিমা বেগম (লিপি)
পিতা: মোঃ আতোয়ার হোসেন প্রধান
(জেডি, ডিবিআই-৪, প্র.কা.)

ওয়ামিয়া তাসনীম রাফা
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: সৈয়দা শামীম আরা বেগম
পিতা: মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান
(এএম, মতিঝিল অফিস)

২০১৪ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

মেহরীন মোসতাফী উপমা
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, উত্তরা

মাতা: সাবিনা খাতুন
পিতা: মোঃ গোলাম মোস্তফা
(ডিজিএম, ডিসিএম, প্র.কা.)

আলভী মোর্শেদ রাফিন
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: আলেয়া সুলতানা
পিতা: মাহবুব মোর্শেদ মাসুম
(ডিডি, ডিসিএম, প্র.কা.)

নুঝাত তাবাস্‌সুম (প্রমি)
ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতা: শিরিন আক্তার
(এএম, চট্টগ্রাম অফিস)
পিতা: মোঃ ছলিম উল্লাহ খান
(ডিএম, চট্টগ্রাম অফিস)

সৃজন বড়ুয়া
নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতা: বিপ্লবী বড়ুয়া
পিতা: নিখিল কান্তি বড়ুয়া
(ডিএম, চট্টগ্রাম অফিস)

মোঃ ফাহিম কবির চৌধুরী
সরকারি মুসলিম হাই স্কুল, চট্টগ্রাম

মাতা: আমেনা খাতুন লাভলী
পিতা: হুমায়ুন কবির চৌধুরী
(এএম, চট্টগ্রাম অফিস)

মোঃ মিরাজুল ইসলাম তাশফি
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: তাহমিনা আক্তার
পিতা: মোঃ জহিরুল ইসলাম
(ডিডি, ডিবিআই-২, প্র.কা.)

শতাব্দী বড়ুয়া (ইশা)
মতিঝিল মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: রাশিকা বড়ুয়া
পিতা: স্বদেশ বড়ুয়া
(ফোরম্যান, চট্টগ্রাম অফিস)

সংগীতা চক্রবর্ত্তী
মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর

মাতা: দীপা ঘোষাল
পিতা: ওমপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

আনিকা জামান
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: মোছাঃ মুনজিলা খাতুন
পিতা: মোঃ আক্তারুজ্জামান
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

মাশিয়াত তাবাসসুম
মাইলস্টোন স্কুল, উত্তরা

মাতা: ফেরদৌস আরা (রিনা)
পিতা: মোঃ মকবুল হোসেন (সজল)
(জেডি, ডিবিআই-৩, প্র.কা.)

সাদিয়া তাসনীম
এ.কে. স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: নাজমা আক্তার
পিতা: মোঃ আনোয়ার হোসেন
(ডিডি, ডিবিআই-২, প্র.কা.)

তানভীর আনজুম অনন্য
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: সাহানা আকতার জলি
পিতা: এ.কে.এম. সাঈদ হোসেন
(ডিডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে
রিক্রিয়েশন সেন্টার

অফিসে একটানা পরিশ্রমে যখন ক্লান্তি নেমে আসে, শরীর ও মন অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন কাজের ফাঁকে একটু সতেজ হওয়া জরুরি হয়ে ওঠে। এতে মন প্রফুল্ল হয় এবং নতুন উদ্যোমে কাজে মনোনিবেশ করা যায়। এ বিষয়টিকে ভেবে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতির ওপরের অংশে স্থাপন করা হয়েছে 'রিক্রিয়েশন সেন্টার'। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা একটি সেবামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সালে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে মানসম্মত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে আসছে।

একসময় নানাবিধ সংকটের কারণে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমিতির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছিল। সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদের হস্তক্ষেপে সব বাধা অতিক্রম করে এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়। সমিতির পরিসর অনেক বৃদ্ধি পায়। প্রতিষ্ঠানটির দোকানে চালু হয় ফাস্টফুড এবং কফি। সমিতির নতুন এই উদ্যোগকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সাদরে গ্রহণ করেন। একসময় সাময়িকভাবে দোকানের পাশে কয়েকটি চেয়ার এবং টেবিল দিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সকলের বসার স্থান সংকুলান না হওয়ায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ দাঁড়িয়ে কফি এবং নাস্তা খেতেন। এটি ছিল খুবই দৃষ্টিকটু। ঠিক তখনই দোকানটি দোতলা করার পরিকল্পনা করা হয়। তাছাড়া দোকান ঘরটির পরিসর খুব ছোট হওয়ায় ক্রেতা সাধারণেরও স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। ব্যবস্থাপনা পরিষদ তখন বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন। ইতিপূর্বে পরিষদের সদস্যবৃন্দ তাদের সমস্যাগুলো গভর্নরের কাছে তুলে ধরে দ্বিতীয় তলাটি ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। গভর্নরের দিকনির্দেশনা এবং আন্তরিক চিন্তার ফসল আজকের এই সুন্দর এবং মনোরম 'রিক্রিয়েশন সেন্টার'। বর্তমান পরিষদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়ায় ২০১৪ সালের জুলাই মাসে এই সেন্টারটির কাজ শুরু হয়। বর্তমানে সেন্টারটির কাজ প্রায় সমাপ্ত। সাময়িকভাবে কিছু চেয়ার এবং কয়েকটি টেবিল দিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নবনির্মিত এই রিক্রিয়েশন সেন্টারে খোলামেলা পরিবেশে একসঙ্গে ১০-১৫ জন লোক বসার ব্যবস্থা রয়েছে। ভোগ্যপণ্য থেকে মানসম্মত ফাস্ট ফুড, কফি এবং অন্যান্য খাবার সরবরাহ করা হয়। এখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অতিথি আপ্যায়নেরও সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে সভা ও গেট টুগেদার করার ব্যবস্থা আছে। এ জন্য কোন সার্ভিস চার্জ দিতে হয় না। উল্লেখ্য, বিশ্বের অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠানেই কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারস্পরিক মতবিনিময় ও মিথস্ক্রিয়ার জন্য এরকম লাউঞ্জ বা রিক্রিয়েশন সেন্টার রয়েছে। এখানে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কর্মকর্তারা নতুন নতুন চিন্তা এবং ধারণা নিয়ে পরস্পরের সাথে আলাপচারিতা ও মতবিনিময়ের সুযোগ পান। এর মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মকৌশল ও সৃজনশীল উদ্যোগের উন্মেষ ঘটে। এভাবেই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিকতার পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অভ্যন্তরে অবস্থিত এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক এবং মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানসিক বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।